Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ্ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

বালা মুসিবতের ধৈর্যধারণের গুরুত্ব ও ফজিলত

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

আফরোজা আক্তার ফাইরিন

রোলঃ 216021003

১১ মে,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

বালা মুসিবতের ধৈর্যধারণের গুরুত্ব ও ফজিলত

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

আফরোজা আক্তার ফাইরিন

রোলঃ 216021003

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, "বালা মুসিবতের ধৈর্যধারণের গুরুত্ব ও ফজিলত" বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে আফরোজা আক্তার ফাইরিন, আইডিঃ 216021003 **বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।**

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

নাম:
ডিপার্টমেন্ট:
প্রতিষ্ঠান:

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " বালা মুসিবতের ধৈর্যধারণের গুরুত্ব ও ফজিলত" শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

(স্বাক্ষর)

আফরোজা আক্তার ফাইরিন

তারিখঃ

১১ মে, ২০২৪ ইং

আইডিঃ 216021003

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভূমিকা 8
বালা মুসিবত কি 11
বিপদ আপদ কেন আসে এর রহস্য ও আল্লাহর হেকমত 12
বালা ও মুসীবত : সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি ও কর্মপন্থা 22
বিপদ থেকে বাঁচতে ১০টি কার্যকরী দোয়া 29
বিপদ—মুসিবত উত্তরণে রাসূল সা.—এর নীতি ও কৌশল। 33
সবর অর্থাৎ ধৈর্যের সংজ্ঞা 43
সবর শব্দের অর্থ ও বিশ্লেষণ 46
সবরের প্রকারভেদ 49
আসল ধৈর্য 51
কাফের ও মুশরিকদের নিশংসতার উপর ধৈর্যধারণের হুকুম 51
সবরের সহায়ক উপাদান সমূহ 53
বিপদের কথা গোপন রাখা 56
বিপদের সময় পূর্বসূরীদের সবরের স্বল্প কিছু ঘটনা 58
আলকুরআনে ধৈর্যের আদেশের তাৎপর্য 60
ধৈর্য ধারণকারীদেরকে বিপদ থেকে উদ্ধারের ঘোষণা 61
ধৈর্য ধারণকারীদেরকে পুরস্কার প্রদানের ঘোষণা 62
সবরের আদবসহ কিছু উক্তি 64
ধৈর্য মুমিনের সম্পদ 69
বালা মুসিবতের ধৈর্য ধারণের গুরুত্ব ও ফজিলত 71
শেষ কিছু কথন 77
তথ্যসূত্র 79

উৎসর্গ

সৃষ্টিজগতের মালিক মহান রাব্বুল আলামিন, আল্লাহর দ্বীন কায়েম এ চেষ্টারত সকল বিষয়ে কার্যরত মুজাহিদগণ, মা বাবা এবং সর্বোপরি প্রাণপ্রিয় ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা এর খেদমতকারী সকলকে উৎসর্গ করছি।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

প্রথমেই শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি, মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের প্রতি।, উনার অশেষ নেয়ামত যে , তিনি আমাকে এই বিষয়ে কাজ করার জন্য পছন্দ করে নিয়েছেন এবং উনার অশেষ রহমত ও আমার প্রতি কৃপা যে , গবেষণা পত্রটির কাজ শেষ করতে পেরেছি। আলহামদুলিল্লাহ ছুম্মা আলহামদুলিল্লাহ।

আমি শ্রদ্ধাবোনত চিত্তে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি, আমার তত্ত্বাবধায়ক জনাব ইঞ্জিনিয়ার খন্দকার মাসুদ ওস্তাদ এবং জনাব আব্দুল ওয়াহিদ উস্তাদ। গবেষণা কর্মটি প্রস্তাবনা প্রয়োজন থেকে অভিসন্ধর্ভ জমা দেওয়া পর্যন্ত পুরো বিষয়টিতে নিরলসভাবে আমাকে সহযোগিতা ও দিকনির্দেশনা দিয়ে গেছেন মাদ্রাসার ওস্তাদ মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের করুণা এবং যাযাবরের সহযোগিতা, এছাড়া কিছু বড় আপুর যাদের গবেষণা পত্র পড়ে আমি অভিজ্ঞতা লাভ করতে পেরেছি এবং সেই গবেষণা কে আমার কাজে লাগাতে পেরেছি।

আমি আব্দুল ওয়াহিদ উস্তাদের প্রতি আরও বেশি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি এজন্য যে, তিনি আমাদের সকলকে গবেষণা কর্মটি কিভাবে তৈরি করতে হবে, কিভাবে তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করতে হবে, কোন কোন বিষয়ে পড়াশোনা করতে হবে এবং এবং তা কিভাবে সারিবদ্ধ আকারে উপস্থাপন করতে হবে সর্বোপরি শুরু থেকে

শেষ পর্যন্ত উনার অসাধারণ অবদান অবদান ছিল এই গবেষণা কর্মটি তৈরীর বিষয়ে এবং তিনি সাহস দিয়েছেন।

আমি একি সাথে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি আমার মাদ্রাসার সহপাঠী কিছু বোনের কাছে, যারা আমাকে এই গবেষণা কর্মের বিষয়ে অত্যন্ত সহযোগিতা করেছেন, এছাড়া আমার এই গবেষণা কর্মটির প্রস্তাবনা প্রণয়ন থেকে শেষ পর্যন্ত আমার লিখার ভুল সহো দাড়ি, কমা, সংযোজন বিয়োজন বিষয়ে সহযোগিতা আমি নিরলস চেষ্টা করে গিয়েছি।

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কাছে দোয়া করি, তিনি যেন আমার এই কাজের সহযোগিতা কারী প্রত্যেকে নেক হায়াত দান করেন,নেক আমলের তৌফিক দান করেন ও বরকতের জীবন দান করেন এবং আমাদের সকলকে একসাথে থেকে এই ধরনের কাজ করার সুযোগ আরও বেশি দান করেন এবং আমার মাদ্রাসার সকল ওস্তাদেরকে আল্লাহ তায়ালা আরও বেশি কবুল করে নিক দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ দানের মাধ্যমে। সকলের সহযোগিতায় আমার এই গবেষণাটি তথ্যবহুল শিক্ষাব্প্রদ ও তাৎপর্যবহ করা সম্ভবপর হয়েছে।

গবেষকের সীমাবদ্ধতা

আমাদের প্রত্যেকের জীবনেই আছে সীমাবদ্ধতা। সম্ভাবনা ও সীমাবদ্ধতার মধ্যে আমরা আমাদের কাজগুলোকে সম্পন্ন করে থাকি।তেমনিভাবে আমি যখন এই কাজ করতে গিয়েছি , তখন আমার মাঝে যেমন ছিল এই কাজের ফলাফলস্বরূপ অনেক সম্ভাবনা তেমনি ছিল অনেক জায়গায় সীমাবদ্ধতা। গতিধারা বুঝা থেকে শুরু করে এ বিষয় সম্পর্কিত তথ্য উপাত্ত সংরক্ষণের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা, তেমনি আরো অনেক সীমাবদ্ধতার পাশাপাশি অন্যতম সীমাবদ্ধতা ছিল সময়ের স্বল্পতা। সময়ের সীমাবদ্ধতার কারণে আমি আরো বেশি তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করতে এবং জ্ঞানের গভীরে গিয়ে আরো বেশি চিন্তা ধারা করতে পারিনি। তবুও আমি চেষ্টা করেছি স্বল্প সময়ের মধ্যে আমার নিজের জ্ঞানের আলো যতটুকু এবং বিভিন্ন বই এবং ইন্টারনেট সহ বাংলাদেশের সর্বোচ্চ ওলামায়ে কেরামের লিখা অনুসরণ করে এই গবেষণা কর্মটি সম্পাদন করতে। তাই ওস্তাদের কাছে বিনীত অনুরোধ থাকবে, সকল ধরনের সীমাবদ্ধতাকে জেনে এবং ভুল ত্রুটি গুলোকে ধরিয়ে দিয়ে, আমার এই স্বল্পচেষ্টাটুকুকে গ্রহন করে এ গবেষণা কর্মটির সকল ধরনের ভুলের দায়ভার আমার এবং সকল ধরনের ভালো কিছুর অবদান একমাত্র মহান আল্লাহ তায়ালার এবং আপনাদের সঠিক দিকনির্দেশনা ও সহযোগীতার। আলহামদুলিল্লাহ ছুম্মা আলহামদুলিল্লাহ।

ভূমিকা

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين. والصلاه والسلام على رسول الله وعلى عاله واصحابه اجمعين.

মুমিনের গোটা জীবনে পরীক্ষায় ভরা। আর এ পরীক্ষার কথা আসলেই চলে আসে সবরের কথা, কারণ সবর বিহীন পরীক্ষায় পাশ করা কখনোই সম্ভব না। সবর মুমিনের জন্য তার ভাইয়ের মতো, আপন ভাই অনেক সময় রাগ করে ছেড়ে যায় অথচ বিপদের সময় সেই সবার আগে এগিয়ে আসে। এই সবর ঈমানের শাখা, যদি শাখা না থাকে তাহলে ঈমানের অস্তিত্ব হুমকির সম্মুখীন হবে ।সবর ছাড়া যদি ঈমান থাকে তবে তা বড় দুর্বল ইমান।

তাই নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান_

" বিপদের শুরুর দিকে সবর করতে হয়"।(বুখারি হাদিস নং 1283)

আল্লাহপাক এরশাদ ফরমান "

..: وَنَبْلُوكُم بِٱلشَّرِّ وَٱلْخَيْرِ فِتْنَةً ۖ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ

আর ভালো ও মন্দধারা আমি তোমাদেরকে পরীক্ষা করে থাকি এবং আমার কাছে তোমাদেরকে ফিরে আসতে হবে। (সূরা আম্বিয়া আয়াত 35)

আল্লাহ পাক তার বান্দাকে প্রতিমুহূর্তে পরীক্ষা করে থাকেন, তিনি দেখতে চান কে সবরকারি, কে মুজাহিদ আর কে সত্যবাদী।

এ বিষয়ে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন

أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا۟ ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَٰهَدُوا۟ مِنكُمْ وَيَعْلَمَ ٱلصَّٰبِرِي

তোমরা কি মনে কর যে ,তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে অথচ আল্লাহ এখনো জানেন নি তাদেরকে যারা তোমাদের মধ্য থেকে জিহাদ করেছে এবং জানেন নি ধৈর্যশীলদেরকে।(সূরা আলে -ইমরান ১৪২)

অর্থাৎ এ বিষয়ে দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, আল্লাহ তাআলা তার প্রতিটা বান্দাকে পরীক্ষা করবেন এবং তিনি অবশ্যই দেখবেন কে সবরকারীর এবং কে ধৈর্যশীল। আর এই সবরকারী ও ধৈর্যশীলতা অবলম্বনের মাধ্যমে রয়েছে জান্নাতে যাওয়ার উপায়। বিপদ আপদ মুমিনের জীবনে লেগেই থাকবে, আর এই বিপদ আপদ দেখে ভয় পেলে চলবে না বরং ঈমানের সাথে ,সাহসিকতার সাথে ,আল্লাহর উপরে ভরসা রেখে এগিয়ে চলার চেষ্টা করতে হবে। আর আমরা যারা মুসলিম আছি ,তারা যদি আল্লাহর উপরে ভরসা শিখে যায়, তখন আমাদের বিপদগুলোকে অত্যন্ত সহজ ও সরল বিষয় মনে হবে। কারণ আমাদের ফয়সালকারি মহান রাব্বুল আলামিন, এবং তিনি আমাদের জন্য যা করবেন তা অবশ্যই কল্যাণকর করবেন এই বিশ্বাস আমাদের সকল বালা মুসিবতকে উত্তরণের উত্তম উপায় শিখিয়ে দেয়। আর যতক্ষণ না পর্যন্ত আমরা জান্নাতে না যাচ্ছি ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের পরীক্ষা থাকবে চলমান।

আর আল্লাহ তায়ালা কুরআনুল কারিমের বলেছেন, , إِنَّمَآ أَمْوَٰلُكُمْ وَأَوْلَٰدُكُمْ فِتْنَةٌ ۚ وَٱللَّهُ عِندَهُۥٓ أَجْرٌ عَظِيم

“তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তো কেবল পরীক্ষা বিশেষ আর আল্লাহর নিকট মহান প্রতিদান” (সুরা তাগাবুন আয়াত ১৫)

একজন প্রকৃত মমিন কিন্তু সর্ব অবস্থায় দৃঢ়ভাবে এ কথা বিশ্বাস করে যে, সে যে অবস্থায় আছে তাতে কোন কল্যাণ নিহিত রয়েছেন ।যেমন মুসলিম শরীফে সোহায়েদ বিন সিনান রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে মারফু সূত্রে বর্ণিত হয়েছে,

“মুমিনের অবস্থা কতই না চমৎকার তার সব অবস্থাতে কল্যাণ থাকে এটি শুধু মুমিনের বৈশিষ্ট্য যে, যখন সে আনন্দের উপলক্ষ পায় তখন সে আল্লাহর শোকর আদায় করে, ফলে তা হয় তার জন্য কল্যাণ বাহির আর যখন সে কষ্টের মুখোমুখি হয় তখন ধৈর্যধারণ করে এবং তাতে অটল থাকে ফলে এটিও তার জন্য কল্যাণ বয়ে আনে”।

শুকরিয়া আদায়ের ব্যাপারে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল রাদিয়াল্লাহু কে এই দুয়া শিক্ষা দিয়েছিলেন

اللهم اعني على ذكرك والشكرك
وحسن عبادتك

হে আল্লাহ, আপনার জিকির আপনার কৃতজ্ঞতা ও শোকর আদায় এবং সুন্দর করে আপনার ইবাদত করতে আপনি আমাকে সাহায্য করুন। (মুসনাদে আহমাদ হাদিস ২২১১৯, সুনানে আবু দাউদ হাদিস ১৫২৪).

নবীজি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মত আমরা কখনোই যেন, এই দুয়া করতে না ভুলি। যা তিনি আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন ।অত্যন্ত সুন্দর এই দোয়ার মধ্যে তিনি আমাদেরকে যেভাবে আল্লাহ তায়ালা জিকির, উনার কৃতজ্ঞতা ও উনার শোকর আদায় এবং আমাদের সকল ইবাদত যেন সুন্দর হয় সে বিষয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন।
মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদের তৌফিক দান করুক।

বালা মুসিবত কি

মুসিবত এর বাংলা অর্থ

[মুসিবত্] (বিশেষ্য) বিপদ; দুর্যোগ; দুঃসময়।

(আরবি মুসিবত)

মানুষের জীবনে প্রতিনিয়ত এই বিপদ-আপদ দুঃসময় এছাড়া প্রাকৃতিক দুর্যোগ সহ বিভিন্ন বিষয় লেগেই থাকে যা হঠাৎ করে ঘটে যায়, যে বিষয়ের জন্য মানুষ আগে থেকেই প্রস্তুত থাকে না অর্থাৎ তা কোনো আগাম বার্তা দিয়ে আসে না আর ঠিক তখনই এই বিপদের সময়ে মানুষের প্রয়োজন হয় ধীরতার সাথে পদক্ষেপ নেওয়া এবং আল্লাহর উপর ভরসার সাথে নিজের পরবর্তী কার্য সম্পাদন করা। আর বালা মুসিবতের সময়ই প্রয়োজন হয়ে যায় সবরের, এ বিষয়ে নবীজি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে সাহাবীদের সবর শিখিয়েছেন। আর এটি বেশি করা হয়েছে মাক্কী জীবনে। যেমন খুয়াইব বিন আরাত রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদিসের আমরা এই চিত্র দেখতে পাই। তিনি বর্ণনা করেন,

“নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা কাবার ছায়াই বালিশে হেলান দিয়েছিলেন। আমরা তার কাছে অভিযোগ করলাম ,কেন আপনি আল্লাহর কাছে আমাদের জন্য সাহায্য চাইছেন না ,আমাদের জন্য তার কাছে দুয়া করছেন না। তখন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ‘তোমাদের পূর্ববর্তীদের মধ্যে এমন বিপদ এসেছে যে কাউকে ধরা হতো - তারপর গর্ত খনন করে তাকে সেই গর্তে ফেলা হতো ,এরপর করাতে নিয়ে তার মাথার উপর রাখা হতো ,অতপর তাকে দুই টুকরা করে লোহার চিরুনি দিয়ে তার শিরা অস্থিসহ আঁচড়ানো হতো ।এরপরও তারা তাকে দিন থেকে ফেরাতে সক্ষম হতো না ।আল্লাহর শপথ এখন আমাদের পরীক্ষা চলছে আল্লাহ এই দ্বীনকে পূর্ণতা দান করবেন। একদিন এমন আসবে যখন আরোহীরা সানাআ থেকে হাযারামাউত পর্যন্ত যাবে। চিতা আর ছাগল নিরাপদে থাকবে। এক আল্লাহ ব্যতীত কাউকে ভয় করতে হবে না। কিন্তু তোমরা তাড়াহুড়া করছো ।

অর্থাৎ মক্কার মুশরিকদের আযাব অতিসত্বর দূর হয়ে যাবে অতএব অতীতের উম্মতের মতো তোমরাও দিনের বিপদে একটু সবর কর।

বিপদ আপদ কেন আসে এর রহস্য ও আল্লাহর হেকমত

মানুষ কঠিন বিপদে পড়ে অনেক সময় ধৈর্যশক্তি হারিয়ে ফেলে। অথচ আল্লাহ মানুষের মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য নানাভাবে পরীক্ষা করেন। আস্থা ও বিশ্বাসের স্তর অনুসারে মানুষ বিপদে পড়ে। ইরশাদ হয়েছে, 'মানুষ কি মনে করে যে আমরা ঈমান এনেছি বললেই তাদের পরীক্ষা না করে ছেড়ে দেওয়া হবে।

আমি তাদের আগে অনেককে পরীক্ষা করেছি, আল্লাহ জানাবেন কারা সত্য বলেছে এবং তিনি জানাবেন কারা মিথ্যাবাদী।' (সুরা : আনকাবুত, আয়াত : ৩)

আল্লাহর সবচেয়ে আস্থাভাজন হিসেবে নবী-রাসুলরা নানাভাবে পরীক্ষার মুখোমুখি হয়েছেন। ইরশাদ হয়েছে, 'আপনার আগে অনেক রাসুলকে মিথ্যারোপ করা হয়েছে, মিথ্যা প্রতিপন্ন করার পরও তারা ধৈর্য ধারণ করেছে, তাদের কষ্ট দেওয়া হয়েছে, অবশেষে তাদের কাছে আমার সাহায্য এসেছিল, আমার নির্দেশনার কোনো পরিবর্তনকারী নেই, আপনার কাছে রাসুলদের সংবাদ এসেছে।' (সুরা : আনআম, আয়াত : ৩৪)

আল্লাহ মানুষকে পরীক্ষা করার ক্ষেত্রে কিছু নীতিমালা অনুসরণ করেন, এর কিছু রহস্য রয়েছে এবং আল্লাহর হিকমত ও রয়েছে

পবিত্র কোরআনে এ বিষয়ে বিবরণ রয়েছে।
নিম্নে তা উল্লেখ করা হলো—

সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি : বিপদে ধৈর্য ধারণ করলে মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। রাসুল (সা.) ইরশাদ করেছেন, আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো বান্দার জন্য যখন এমন কোনো অবস্থান নির্ধারিত হয়, যেখানে সে নিজ আমল দিয়ে পৌঁছতে পারে না; তখন আল্লাহ তাকে তার শরীর বা সম্পদ বা সন্তান-সন্ততির মাধ্যমে পরীক্ষা করেন। অতঃপর সেই ব্যক্তি ধৈর্য ধারণ করে সেই অবস্থানে পৌঁছে, যা আল্লাহ তার জন্য নির্ধারণ করে রেখেছিলেন।

(আবু দাউদ, হাদিস : ৩০৯০)
কাজ করার স্বাধীনতা : সৃষ্টিজগতের মধ্যে মানুষের বিশেষ মর্যাদা রয়েছে। কারণ তাকে যেকোনো কাজ করার অবকাশ দেওয়া হয়েছে। এটি আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ। তবে এই বৈশিষ্ট্যের কারণে মানুষ অনেক সময় অন্যের সঙ্গে অন্যায় আচরণ করে। তাই এ পরীক্ষায় ধৈর্য ধারণের পাশাপাশি সুন্দর আচরণ করার সবার কর্তব্য।

আল্লাহ বলেন, 'আমি তোমাদের কিছু লোককে অন্যের জন্য পরীক্ষাস্বরূপ করেছি, তোমরা ধৈর্য ধারণ করবে কি? তোমার রব সবকিছু দেখেন।' (সুরা ফুরকান, আয়াত : ২০)

জুলুমের পরিণতি : আল্লাহর পরীক্ষার আরেকটি বিশেষত্ব হলো, বিপদ-আপদ যতই কঠিন হোক, মুমিনরা সফলকাম হবে এবং জালিমরা অপদস্থ হবে। শেষ পর্যন্ত কাফির ও অপরাধীরা নিজেদের অন্যায় আচরণের শাস্তি ভোগ করবে। আল্লাহ বলেন, 'তাদের আগে মিথ্যারোপ করেছি তাদের কাছে এমনভাবে আজাব এসেছিল যে তারা তা উপলব্ধি করতে পারেনি। আমি তাদের দুনিয়ার জীবনে লাঞ্ছনা উপভোগ করাব এবং আখিরাতের শাস্তি আরো বড়, যদি তারা তা জানত।' (সুরা : জুমার, আয়াত : ২৬)

শাস্তিদানে ধীরগতি : সাধারণত আল্লাহ কাউকে শাস্তি দিতে চাইলে তাকে অবকাশ দেন এবং কালবিলম্ব করেন। যেন সে অনুতপ্ত হয় এবং অন্যায় কাজ পরিহার করে। আল্লাহ বলেন, 'আল্লাহ মানুষকে কৃতকর্মের জন্য শাস্তি দিলে ভূপৃষ্ঠের কোনো জীবজন্তুকে রেহাই দিতেন না, তবে তিনি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তাদের অবকাশ দেন, অতঃপর নির্ধারিত সময় ঘনিয়ে এলে (তাঁর নির্দেশ পালিত হয়) নিশ্চয়ই আল্লাহর তাঁর বান্দাদের সম্পর্কে সর্বদ্রষ্টা।' (সুরা : ফাতির, আয়াত : ৪৫)

কখনো দ্রুত শাস্তি : অনেককে আল্লাহ তাৎক্ষণিক শাস্তি দেন। এর পেছনে হয়তো অনেক সময় কারো মকবুল দোয়া কিংবা মজলুমকে সহযোগিতা করার উদ্দেশ্য থাকে। ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল (সা.) বলেন, তোমাদের যার দোয়ার দরজা খুলে গেছে তার জন্য রহমতের দরজা উন্মুক্ত হয়েছে। আল্লাহর কাছে যা কিছু চাওয়া হয় এর মধ্যে শান্তি ও নিরাপত্তা চাওয়া তাঁর কাছে সবচেয়ে বেশি প্রিয়। যে বিপদ এসেছে এবং যা আসেনি দোয়া তাতে উপকার বয়ে আনে। হে আল্লাহর বান্দা, তোমরা দোয়া আবশ্যক করে নাও। (মুসতাদরাকে হাকিম, হাদিস : ১৮১৩)

ইমাম গাজালি (রহ.) বলেছেন, অনেকে প্রশ্ন করতে পারে, তাকদির যদি পরিবর্তন না হয় তাহলে দোয়া করে লাভ কী? এ ক্ষেত্রে মূল কথা হলো, তাকদিরের বিষয়টি দোয়ার সঙ্গে সম্পৃক্ত। কারণ দোয়ার মাধ্যমে বিপদ-আপদ কেটে যায় এবং রহমত অবতীর্ণ হয়। যেভাবে বীজের মাধ্যমে মাটি থেকে ফসল উৎপন্ন হয় এবং ধনুক তীর রক্ষা করে, তেমনি দোয়া বিপদ থেকে রক্ষা করে। (ইহইয়াউ উলুমুদ্দিন, পৃষ্ঠা : ১/৩৩৩)

আত্মীয়তা ছিন্ন করা : দুনিয়ায় বিভিন্ন কারণে মানুষ দ্রুত শাস্তির মুখোমুখি হয়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো—আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা এবং মাতা-পিতার অবাধ্য হওয়া। রাসুল (সা.) বলেন, এমন কিছু পাপকাজ রয়েছে, যার শাস্তি আল্লাহ দুনিয়ায় দ্রুত দিয়ে দেন। তা ছাড়া আখিরাতেও এর শাস্তি বরাদ্দ রয়েছে। তা

হলো, অন্যের ওপর জুলুম করা এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা। (আবু দাউদ, হাদিস : ৪৯০২)

গুনাহ মাফ করার জন্য:

মহান আল্লাহ কখনো কখনো বান্দাকে পাপমুক্ত করার জন্য বিপদাপদ দেন। সোনাকে যেমন আগুণে পুড়ে খাঁটি সোনায় পরিণত করা হয়, তেমনি আল্লাহ তাঁর প্রিয় বান্দাদেরও বিভিন্ন রকম বিপদ দেন, এর মাধ্যমে তিনি তাদের পাপমুক্ত করেন। যার ঈমান যত মজবুত, তার ওপর বিপদও তত বড় আসে।

হাদিস শরীফে ইরশাদ হয়েছে, মুসআব ইবনে সাদ (রহ.) থেকে তার বাবার সূত্রে থেকে বর্ণিত, তিনি (সাদ) বলেন, আমি প্রশ্ন করলাম, হে আল্লাহর রাসুল (সা.)! মানুষের মাঝে কার বিপদের পরীক্ষা সবচেয়ে কঠিন হয়? তিনি বলেন, নবীদের বিপদের পরীক্ষা, তারপর যারা নেককার তাদের, এরপর যারা নেককার তাদের বিপদের পরীক্ষা। মানুষকে তার ধর্মানুরাগের অনুপাত অনুসারে পরীক্ষা করা হয়। তুলনামূলকভাবে যে লোক বেশি ধার্মিক তার পরীক্ষাও সে অনুপাতে কঠিন হয়ে থাকে। আর যদি কেউ তার দ্বীনের ক্ষেত্রে শিথিল হয়ে থাকে, তাহলে তাকে সে মোতাবেক পরীক্ষা করা হয়। অতএব, বান্দার ওপর বিপদাপদ লেগেই থাকে, অবশেষে তা তাকে এমন অবস্থায় ছেড়ে দেয় যে, সে জমিনে চলাফেরা করে অথচ তার কোনো গুনাহই থাকে না।' (তিরমিজি, হাদিস : ২৩৯৮)

বিশ্বজাহানের প্রতিপালক আল্লাহ্‌র দাসত্ব বাস্তবায়ন:

অনেক মানুষ তার কুপ্রবৃত্তির দাস; আল্লাহ্‌র দাস নয়। সে প্রকাশ্যে ঘোষণা দেয় যে, সে আল্লাহ্‌র দাস। কিন্তু যখন কোন পরীক্ষার মুখোমুখি হয় তখন সে বিপরীত দিকে ধাবিত হয়, দুনিয়া ও আখিরাত উভয়টার লোকসান দেয়। এটা হচ্ছে সুস্পষ্ট লোকসান। আল্লাহ্‌ তাআলা বলেন: "মানুষের মাঝে কেউ কেউ আল্লাহ্‌র ইবাদত

করে দ্বিধাদ্বন্ধের সাথে। তার কোন মঙ্গল হলে এতে তার চিত্ত প্রশান্ত হয়। আর কোন বিপর্যয় ঘটলে সে বিপরীত মুখে ধাবিত হয় (অর্থাৎ কুফরের দিকে ফিরে যায়), দুনিয়া ও আখিরাত উভয়টার লোকসান দেয়। অবশ্যই এটা সুস্পষ্ট লোকসান।”[সূরা হাজ্জ, আয়াত: **১১**]

মুমিনদেরকে পৃথিবীতে কর্তৃত্ব দেয়ার জন্য প্রস্তুত করা হয় পরীক্ষার মাধ্যমে:

ইমাম শাফেয়িকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল: কোনটি উত্তম: ধৈর্য ,পরীক্ষা নাকি ক্ষমতায়ন। তিনি বলেন: ক্ষমতায়ন নবীদের স্তর। পরীক্ষা করা ছাড়া ক্ষমতায়ন করা হয় না। যখন পরীক্ষা করা হয় তখন ধৈর্য ধারণ করেন। ধৈর্য ধারণ করলে ক্ষমতা দেয়া হয়।]

মুসিবতের শিকার হওয়া নিজের দোষত্রুটি নিয়ে ও অতীত জীবনের ভুলভ্রান্তি নিয়ে চিন্তা করার সুযোগ তৈরী করে দেয়:

কেননা এটি যদি শাস্তি হয় তাহলে ভুল কোথায়?

বালা-মুসিবত তাওহীদ, ঈমান ও তাওয়াক্কুলের অন্যতম একটি শিক্ষা:

বালা-মুসিবত বাস্তবে আপনার নিজের স্বরূপ আপনার কাছে তুলে ধরে যাতে করে আপনি জানতে পারেন যে, আপনি একজন দুর্বল দাস, আপনার রব ছাড়া আপনার কোন ক্ষমতা নেই শক্তি নেই। তখন আপনি তাঁর উপর পরিপূর্ণভাবে নির্ভর (তাওয়াক্কুল) করবেন। পরিপূর্ণভাবে তাঁর কাছে আশ্রয় নিবেন; আর তখনি গৌরব, অহমিকা, অহংকার, আত্মপ্রীতি, প্রবঞ্চনা ও গাফলতির পতন হবে। আপনি বুঝতে পারবেন যে, আপনি এমন এক অসহায় ব্যক্তি যে তার মনিবের শরণাপন্নের মুখাপেক্ষী, এমন এক দুর্বল ব্যক্তি যে মহাশক্তিধর ও পরাক্রমশালীর আশ্রয়ের কাঙ্গাল।

ইবনুল কাইয়্যেম (রহঃ) বলেন:

“যদি না আল্লাহ্ বান্দাকে বিপদমুসিবতের ঔষধ দিয়ে চিকিৎসা না করতেন তাহলে তারা সীমালঙ্ঘন করত, অবাধ্য হত ও ধৃষ্টতা দেখাত। আল্লাহ্ যদি কোন বান্দার কল্যাণ চান তার অবস্থা অনুপাতে তাকে পরীক্ষার ঔষধ সেবন করান। এর মাধ্যমে তিনি তাকে ধ্বংসাত্মক রোগ-বালাই থেকে মুক্ত করেন। এক পর্যায়ে তিনি তাকে পরিশোধিত, নির্মল ও পরিশুদ্ধ করেন: দুনিয়ার সর্বোচ্চ মর্যাদা ও আখিরাতের সর্বোচ্চ সওয়াব দেয়ার জন্য তাকে প্রস্তুত করেন। সেই মর্যাদা হচ্ছে তাঁর দাসত্ব এবং সেই সওয়াব হচ্ছে তাঁর দর্শন ও তাঁর নৈকট্য।”[যাদুল মাআদ (৪/১৯৫) থেকে সমাপ্ত]

পরীক্ষা মানুষের অন্তর থেকে আত্মপ্রীতিকে দূর করে, আত্মাগুলোকে আল্লাহ্র নিকটবর্তী করে:

ইবনে হাজার (রহঃ) বলেন: গ্রন্থাকারের উদ্ধৃতি “এবং হুনায়নের যুদ্ধের দিন যখন তোমাদেরকে অভিভুত করেছিল তোমাদের সংখ্যাধিক্য হওয়া।”[সূরা তাওবা, আয়াত: ২৫] ইউনুস বিন বুকাইর ‘যিয়াদাতুল মাগাজি’ গ্রন্থে রাবিঅ বিন আনাস বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন: হুনায়নের দিন এক লোক বলল: আজ আমরা সংখ্যা স্বল্প হওয়ার কারণে পরাজিত হব না। এ কথাটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে কঠিন মনে হল। ফলাফল হল পরাজয়..”।

ইবনুল কাইয়্যেম যাদুল মাআদ গ্রন্থে (৩/৪৭৭) বলেন:

“আল্লাহ্ তাআলার হেকমতের দাবী ছিল মুসলমানদের সংখ্যা ও রসদের আধিক্য এবং শক্তির দাপট থাকা সত্ত্বেও প্রথমে তাদেরকে পরাজয়ের তিক্ততা আস্বাদন করানো; যাতে করে এমন কিছু মাথাকে নত করে দিতে পারেন, যারা বিজয়ের

সুখে মাথা উঁচু করে আছে। যে মাথাগুলো আল্লাহ্‌র শহর ও তাঁর হারামে সেইভাবে প্রবেশ করেনি, যেইভাবে রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রবেশ করেছেন— ঘোড়ার পিঠে মাথা নীচু করে; এমনকি তাঁর থুতনি ঘোড়ার লাঘাম স্পর্শ করার উপক্রম হয়েছিল; তার রবের প্রতি বিনয় প্রকাশার্থে এবং তাঁর মহত্বের প্রতি নত হয়ে, তাঁর কর্তৃত্বের প্রতি বিনীত হয়ে।"

আল্লাহ্‌ তাআলা বলেন: "আর যাতে আল্লাহ্‌ মুমিনদেরকে পরিশোধন করতে পারেন এবং কাফেরদেরকে নিশ্চিহ্ন করতে পারেন।"[সূরা আলে ইমরান, আয়াত:১৪১]

অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তাদেরকে গুনাহ থেকে, অন্তরের রোগগুলো থেকে মুক্ত ও পরিশুদ্ধ করতে পারেন। অনুরূপভাবে তিনি তাদেরকে মুনাফিকদের থেকে মুক্ত করেছেন ও বাছাই করে নিয়েছেন ফলে মুমিনরা তাদের থেকে আলাদা হয়ে যায়...।

কাফেরদেরকে ধ্বংস করা:কেননা তারা আধিপত্য লাভ করতে পারলে সীমালঙ্ঘন করে ও অহংকার করে। তখন এটা হয় তাদের ধ্বংস ও বিলীন হওয়ার কারণ। কারণ আল্লাহ্‌র চিরায়ত নিয়ম হচ্ছে, তিনি তাঁর শত্রুদেরকে ধ্বংস করতে চাইলে ও নিশ্চিহ্ন করতে চাইলে তিনি তাদের জন্য কারণ সৃষ্টি করেন। যে কারণগুলোর মাধ্যমে তারা তাদের ধ্বংস ও নিশ্চিহ্ন হওয়াকে টেনে আনে। এ কারণগুলোর মধ্যে কুফরীর পর সবচেয়ে জঘন্য কারণ হচ্ছে, আল্লাহ্‌র মিত্রদেরকে কষ্ট দেয়া, তাদেরকে প্রতিহত করা, তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করা ও আধিপত্য বিস্তার করার ক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘন করা, বাড়াবাড়ি করা...। যারা উহুদের দিন রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে লড়েছিল ও কুফরের উপর বহাল ছিল আল্লাহ্‌ তাদের সবাইকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছেন।"

মানুষের স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে দেওয়া। এমন কিছু মানুষ আছে যাদের মর্যাদা কেবল বিপদমুসিবতের সময়ই জানা যায়:

ফুযাইল বিন ইয়ায বলেন: "যতক্ষণ মানুষ নিরাপদে থাকে আড়াল হয়ে থাকে। কিন্তু যখনই তাদের উপর কোন বালা-মুসিবত নেমে আসে তখনই তারা তাদের স্বরূপে ফিরে আসে। তখন ঈমানদার তার ঈমানের দিকে ফিরে আসে এবং মুনাফিক তার নিফাকের দিকে ফিরে আসে।"

আবু সালামা থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: অনেক মানুষ ফিতনার শিকার হয়েছে (অর্থাৎ মিরাজের ঘটনার পরে)। কিছু মানুষ আবু বকর (রাঃ) এর কাছে এসে ঘটনা উল্লেখ করল। তখন তিনি বললেন: আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি সত্যবাদী। তারা বলল: আপনি কি বিশ্বাস করেন যে, তিনি এক রাতে শামে গিয়ে সেখান থেকে আবার মক্কায় ফিরে এসেছেন? তিনি বললেন: হ্যাঁ। আমি তো এর চেয়ে দুঃসাধ্য বিষয়ে তাঁকে বিশ্বাস করি। আমি আসমানের সংবাদের ব্যাপারে তাঁকে বিশ্বাস করি। তিনি বলেন: এ কারণে তাঁকে সিদ্দিক (বিশ্বাসী) উপাধি দেয়া হয়।"

পরীক্ষা সুপুরষ গড়ে তোলে ও তাদেরকে প্রস্তুত করে:

আল্লাহ্ তাআলা তাঁর নবীর জন্য কঠিন জীবন নির্বাচন করেছেন; যে জীবনের মাঝে রয়েছে নানারকম চ্যালেঞ্জ; ছোটকাল থেকে। যাতে করে তাঁকে মহান দায়িত্বের জন্য তাঁকে প্রস্তুত করতে পারেন, যে দায়িত্ব তাঁর জন্য অপেক্ষা করছে। যে দায়িত্ব পালনে মহাপুরুষরা ছাড়া ধৈর্য রাখার ক্ষমতা কারো নেই। কঠিন পরিস্থিতি যাদেরকে কাঁপিয়ে তুলেছে, কিন্তু তারা খামোশ ছিলেন এবং বিপদমুসিবত দিয়ে যাদেরকে পরীক্ষা করা হয়েছে, কিন্তু তারা ধৈর্য রাখতে পেরেছেন।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইয়াতীম হিসেবে বেড়ে উঠেছেন। কিছু দিন যেতে না যেতে তাঁর মাও মারা যান। আল্লাহ্ তাআলা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সেই স্মৃতি স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলছেন: "তিনি কি আপনাকে

ইয়াতীম অবস্থায় পাননি? অতঃপর তিনি আশ্রয় দিয়েছিলেন।” যেন আল্লাহ্ তাআলা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ছোট বেলা থেকেই দায়িত্ব বহন করা ও কঠিন পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্য প্রস্তুত করছিলেন।

বালা-মুসিবতের হেকমতের মধ্যে রয়েছে যে, মানুষ প্রকৃত বন্ধু ও সুবিধাভোগী বন্ধুদের চিনে নিতে পারে:

যেমনটি কবি বলেছেন:

আল্লাহ্ বিপদমুসিবতকে উত্তম প্রতিদান দিন যদিও সেই বিপদগুলো আমার গলায় লালাকে আটকে দেয়।

আমি তার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি যেহেতু তার মাধ্যমে আমি শত্রু থেকে বন্ধুকে চিনতে পেরেছি।

পরীক্ষা আপনাকে আপনার পাপগুলোর কথা স্মরণ করিয়ে দিবে যাতে আপনি তওবা করতে পারেন:

আল্লাহ্ তাআলা বলেন: “এবং যা কিছু অকল্যাণ আপনাকে আক্রান্ত করে তা আপনার নিজের পক্ষ থেকেই”[সূরা নিসা, আয়াত: ৭৯] তিনি আরও বলেন: “আর তোমাদের যে বিপদ-আপদ ঘটে তা তোমাদের হাত যা অর্জন করেছে তার কারণে এবং অনেক অপরাধ তিনি ক্ষমা করে দেন।”[সূরা নিসা, আয়াত: ৩০]।

অতএব, বালা মুসিবত কিয়ামতের দিন মহাশাস্তি অবতীর্ণ হওয়ার আগে তাওবা করার জন্য একটি সুযোগ তৈরী করে দেয়। নিশ্চয় আল্লাহ্ তাআলা বলেন: “আর অবশ্যই আমরা তাদেরকে মহা শাস্তির পূর্বে কিছু লঘু শাস্তি আস্বাদন করাব যাতে তারা ফিরে আসে।”[সূরা আস্-সাজদাত আয়াত: ২১]

লঘু শাস্তি হল— দুনিয়ার দুর্দশা, দুর্গতি এবং মানুষ যে মন্দ ও অনিষ্ট দ্বারা আক্রান্ত হয় সেগুলো।

যদি কারো জীবন আনন্দে কাটতে থাকে এটি মানুষকে প্রবঞ্চিত করে, অহংকারে পরিণত করে। মানুষ নিজেকে আল্লাহ্ থেকে অমুখাপেক্ষী হয়ে গেছে ভাবতে থাকে। তখন আল্লাহ্ তাআলা রহমতস্বরূপ বান্দাকে পরীক্ষায় ফেলেন যাতে করে বান্দা ফিরে আসে।

বালা-মুসিবত আপনার সামনে দুনিয়ার স্বরূপ ও চাকচিক্যকে উন্মোচন করে দিবে এবং জানাবে যে, দুনিয়া হচ্ছে প্রবঞ্চনামূলক ভোগ্যসামগ্রী:

পরিপূর্ণ সুস্থ জীবন হচ্ছে এই দুনিয়ার পরবর্তী জীবন। যে জীবনে কোন রোগ নাই। কোন কষ্ট-ক্লেশ নাই। "আর নিশ্চয় আখেরাতের জীবনই তো প্রকৃত জীবন; যদি তারা জনত।"[সূরা আনকাবুত, আয়াত: ৬৪]
এই দুনিয়া হচ্ছে দুর্দশা, ক্লান্তি ও দুঃশ্চিন্তায় ভরপুর। "নিঃসন্দেহে আমরা মানুষকে সৃষ্টি করেছি কষ্ট-ক্লেশের মধ্যে।"[সূরা বালাদ, আয়াত: ৪]

বালা-মুসিবত আপনার উপর আল্লাহ্‌র দেয়া সুস্থতা ও নিরাপত্তার নেয়ামতকে স্মরণ করিয়ে দেয়:

এই মুসিবত আপনার সামনে চূড়ান্ত অলংকারপূর্ণ ভাষায় সুস্থতা ও নিরাপত্তার ভাব তুলে ধরবে। অনেক বছর আপনি যে নেয়ামতদ্বয় ভোগ করে আসছিলেন। কিন্তু আপনি এ নেয়ামতদ্বয়ের মিষ্টতা চেখে দেখেননি, এ দুটো নেয়ামতকে যথাযথ মর্যাদা দেননি।

বিপদমুসিবত আপনাকে নেয়ামতদাতা ও নেয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দিবে। যার ফলে এটি আল্লাহ্‌র নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করা ও তাঁর প্রশংসা করার কারণ হবে।

জান্নাতের প্রতি আসক্তি:

আপনি ততক্ষণ পর্যন্ত জান্নাতের প্রতি আসক্তি অনুভব করবেন না যতক্ষণ পর্যন্ত , আপনি দুনিয়ার তিক্ষতা না চেখেন। সুতরাং আপনি দুনিয়াতে সুখী হলে কিভাবে জান্নাতের প্রতি আসক্তি অনুভব করবেন?

বালা-মুসিবতের কিছু গূঢ় রহস্য ও এর ফলে যে কল্যাণগুলো সাধিত হয় সেগুলোর কিয়দাংশ উল্লেখ করা হল। আল্লাহ্‌র হেকমত ও গূঢ় রহস্য আরও মহান ও মর্যাদাপূর্ণ।

আল্লাহ্‌ই সর্বজ্ঞ।

বালা ও মুসীবত : সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি ও কর্মপন্থা

দুনিয়াতে মানুষের জীবন এক অবস্থায় থাকে না। অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। আর এটা যেমন ব্যক্তির ক্ষেত্রে সত্য তেমনি সত্য জাতি-গোষ্ঠীর ক্ষেত্রেও। এ জীবনে যেমন আসে সুখের পর দুঃখ, সুস্থতার পর অসুস্থতা তেমনি আবার আসে দুঃখের পরে সুখ এবং অসুস্থতার পরে সুস্থতা। সচ্ছলতার পর অসচ্ছলতা আবার অসচ্ছলতার পর সচ্ছলতা। পরিবর্তনের এই চলমান ধারাই হল পার্থিব জীবন।

মানুষের এ জীবন এরূপ পরিবর্তনশীল বানানোর পিছনে রয়েছে অনেক তাৎপর্য ও হিকমত। যার সম্যক জ্ঞান রয়েছে মানুষের খালিক ও মালিক আল্লাহ তাআলার কাছে। তবে আল্লাহ যাদের চিন্তাশক্তি দান করেছেন তারা কিছু কিছু হিকমত অনুধাবনও করে থাকেন।

বাহ্যদৃষ্টিতে যেরূপ অবস্থার মুখোমুখিই হোক না কেন মুমিনের সৌভাগ্য এই যে, সকল অবস্থাই তার জন্য কল্যাণকার। শর্ত হল, যে অবস্থার সে সম্মুখীন হয়েছে তাতে আল্লাহর কী হুকুম রয়েছে সে সম্পর্কে অবগত থাকা এবং সে হুকুমের অনুগত থাকা।

কখনো কোনো বড় ধরনের মুসীবত এসে পড়লে কিংবা কোনো দুর্যোগে জান-মালের ক্ষয়-ক্ষতি হয়ে গেলে তা কোন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা হবে এবং কী কর্মপন্থা অবলম্বন করা হবে এসব বিষয়ে সঠিক ধারণা না থাকার কারণে কখনো কখনো আমরা ভুলত্রুটির শিকার হয়ে পড়ি। এমন বেফাঁস মন্তব্যও মুখ থেকে বেরিয়ে যায় যা একেবারেই ভুল ও অসমীচীন। আর করণীয় সম্পর্কে গাফেল হয়ে অকরণীয় কাজকর্মে লিপ্ত হয়ে যাই। এজন্য বিভিন্ন আসমানী মুসীবতে ও সাধারণ বিপদাপদে চিন্তা ও কর্মের গতি কোন পথে চালিত হবে সে সম্পর্কে অবগতি থাকা একান্ত প্রয়োজন।

১. বিভিন্ন আসমানী মুসীবত যথা বন্যা, খরা, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস ইত্যাদির কিছু পরিবেশগত কার্যকারণ রয়েছে, যা বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে নির্ণিত। এ কারণগুলো যদি শুধু ধারণা ও অনুমানভিত্তিক না হয়ে সঠিক পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে নির্ণিত হয়ে থাকে তবে এগুলো স্বীকার করতে কোনো অসুবিধা নেই। তবে একথা ভুলে গেলে চলবে না যে, এসব বাহ্যিক ও পরিবেশগত কার্যকারণের পশ্চাতে এমন কিছু কার্যকারণ ও উপযোগিতা রয়েছে, যেগুলো বিজ্ঞানের বস্তুনির্ভর পর্যবেক্ষণ-দৃষ্টির আওতা-বহির্ভূত। শুধু 'ওহী'র মাধ্যমে এগুলোর জ্ঞান অর্জিত হয়। এরূপ কিছু কার্যকারণ আল্লাহ তাআলা বান্দাদের জানিয়ে দিয়েছেন ওহীর মাধ্যমে।

এই ওহীভিত্তি দৃষ্টিকোণ থেকেই একজন মুমিন এ ধরনের আসমানী মুসীবতগুলোকে বিশ্লেষণ করে থাকেন। বস্তুগত কার্যকারণগুলোকে তারা স্থান দিয়ে থাকেন দ্বিতীয় পর্যায়ে।

২. এসব দুর্যোগ সম্পর্কে প্রচলিত ধারণা হল, এগুলো অবশ্যই আযাব ও গযব, যা ব্যাপক পাপাচারের শাস্তিরূপে আপতিত। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, যার অন্তরে আল্লাহর ভয় আছে সে অবশ্যই এ পরিস্থিতিতে আল্লাহ তাআলার দিকে রুজু করে, সবর করে এবং তওবা-

ইস্তেগফারের মাধ্যমে সংশোধিত হওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু ঈমানী দুর্বলতার কারণে কারো কারো মনে বিভিন্ন প্রশ্নেরও উদ্রেক হয় এবং আল্লাহ মাফ করুন, কখনো কখনো তা উচ্চারিত হতেও দেখা যায়। যথা : এ প্রশ্ন হয় যে, যদি এটা গুনাহ ও অপরাধের শাস্তিই হয়ে থাকে তাহলে সবচেয়ে বড় যে অপরাধী আমেরিকা ওখানে কেন আযাব আসে না? আবার যদি এই ভূখন্ডেই আযাব আসার সিদ্ধান্ত হয়ে থাকে তবে এ ভূখন্ডেরই অন্যান্য অংশেও তো পাপাচার হয়ে থাকে। সে অংশগুলো কেন ক্ষতিগ্রস্ত হল না? আর দুর্যোগগ্রস্ত এলাকায় সবাই কি পাপী-গোনাহগার? ওখানেও তো মসজিদ আছে, মাদরাসা আছে, নিষ্পাপ শিশু আর নেককার মানুষ আছে? তাদের অপরাধ কী? তাহলে কি বড়লোকের পাপের সাজা গরীব-দুঃখীকে ভূগতে হচ্ছে?

আবার কারো মনে এই ওয়াসওয়াসাও সৃষ্টি হতে পারে যে, এগুলো যখন আযাব-গযব তাহলে আমাদের বোধ হয় দুর্যোগগ্রস্ত স্থানে যাওয়া উচিত নয়। কেননা, আযাব-গযবের স্থান থেকে দূরে থাকাই হল হাদীস শরীফের নির্দেশনা।

এগুলো ভুল চিন্তা এবং এক ধরনের অবাধ্য মানসিকতা থেকে সৃষ্ট ওয়াসওয়াসা। এ অবাধ্য ও ভ্রান্ত চিন্তা বিদূরিত হওয়ার জন্য খাঁটি দিলে আল্লাহর দরবারে তওবা করা কর্তব্য। আর 'লা হাওলা' পড়ে আল্লাহর কাছে এই দুআ করা কর্তব্য যে,

ইয়া আল্লাহ! আপনি আমাকে বিশুদ্ধ ঈমান দান করুন। আপনার সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট থাকার তাওফীক দান করুন। শোকরের সময় শোকর আর সবরের সময় সবর করার তাওফীক নসীব করুন।

এরপর নিম্নোক্ত কথাগুলো স্মৃতিতে বসিয়ে নেওয়া উচিত।

ক. আসমানী মুসীবত সর্বদা আযাবরূপে আসে না। কখনো পরীক্ষার জন্যও আসে। সূরা আ'রাফে (আয়াত ১৬৮) তা উল্লেখিত হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে,

আবার কখনো আযাব হিসেবে আসে। সূরা রূমের-৪১ নম্বর আয়াতে ও সূরা শূরার-৩০ নম্বর আয়াতে এটা উল্লেখিত হয়েছে।

এজন্য যেকোনো দুর্যোগ ও বিপদ-আপদকে দ্ব্যর্থহীনভাবে আযাব-গযব বলে আখ্যায়িত করা উচিত নয়। কেননা, তা যেমন আযাব-গযব হতে পারে, তেমনি পরীক্ষাও হতে পারে।

খ. কোথাও কোনো বিপদ-আপদ যদি আযাব হিসেবেও আসে তবুও অপরিহার্য নয় যে, এটা শুধু ওইসব লোকের গোনাহর কারণে এসেছে যারা এ বিপদে সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত। বরং ভূপৃষ্ঠে সংঘটিত সকল গোনাহই এর কার্যকারণ হিসেবে গণ্য। তবে যেহেতু কিয়ামতের আগে সকল জনপদ একসঙ্গে ধ্বংস করে দেওয়া আল্লাহ তাআলার অভিপ্রায় নয় আর তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুআর বরকত তাই বালা-মুসীবত একেক সময় একেক স্থানে আপতিত হয়। অতএব মুসীবত যেখানেই আসুক ভাবতে হবে যে, এর পিছনে আমারও গোনাহর কার্যকারিতা রয়েছে অতএব গোনাহ পরিহার করা আমার কর্তব্য।

গ. যে মুসীবত আযাব হিসেবে এসেছে তাতে ক্ষতিগ্রস্ত সবার জন্যই তা আযাব- এটা অপরিহার্য নয়। বরং এ মুসীবতই আল্লাহ কারো জন্য রহমত বানিয়ে থাকেন। আল্লাহর নেককার বান্দা যারা এ মুসীবতে মৃত্যুবরণ করেছেন তারা শহীদের ছওয়াব লাভ করবেন আর যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন আল্লাহ তাদের মর্যাদা বুলন্দ করবেন।

ঘ. যে বিপদ আযাব হিসেবে আসে তার সম্পর্কেও আল্লাহ তাআলার নীতি এই যে, তাতে শুধু অপরাধীরাই আক্রান্ত হয় না, সবাই আক্রান্ত হয়। এজন্য আল্লাহ তাআলা সতর্ক করেছেন যে,

অর্থাৎ ওই ফিতনা ও মুসীবত সম্পর্কে সতর্ক হও, যা এসে গেলে শুধু অপরাধীদের উপরই আসবে না, সবার উপর আসবে।

এজন্য গোনাহে লিপ্ত হওয়ার আগে একথা স্মরণ করা উচিত যে, আমি এ গোনাহর মাধ্যমে শুধু আমার নয়, গোটা সৃষ্টি জগতের ক্ষতিসাধন করছি। নেককার মানুষদেরও শুধু নিজের চিন্তা করাই যথেষ্ট নয়, পরিবার-পরিজন ও সমাজের মানুষেরও সংশোধনের চিন্তা করতে হবে। দাওয়াত ও তালীমকে ব্যাপক করতে হবে এবং সাধ্যমতো 'আমর বিল মা'রূপ' ও 'নাহি আনিল মুনকার' বিষয়ে যত্নবান হতে হবে।

মোটকথা, এটা নিশ্চিত যে, বিপদগ্রস্ত যেসব মানুষ গোনাহ ও অপরাধ থেকে মুক্ত কিংবা শরীয়তের বিধান এখনো তার জন্য কার্যকর হয়নি তাদের জন্য আল্লাহ তাআলা এ মুসীবতকে রহমত বানিয়ে থাকেন।

ঙ. ব্যাপকভাবে সংঘটিত গোনাহ ও অপরাধের সাজা আল্লাহ তাআলা শুধু আসমানী বালা-মুসীবতের মাধ্যমে দিয়ে থাকেন এ ধারণা ঠিক নয়। বরং এটা আযাবের একটি প্রকার মাত্র। সবচেয়ে বড় আযাব হচ্ছে সমাজ থেকে শান্তি ও নিরাপত্তা

বিদায় নেওয়া, সততা ও আমাতদারী বিলুপ্ত হওয়া, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পাওয়া, শান্তির সমস্ত উপকরণ বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও অশান্তির আগুন জ্বলতে থাকা ইত্যাদি। এসব আযাবে আক্রান্ত লোকেরা যদি এই সুখ চিন্তায় বিভোর থাকে যে, আমাদের উপর আযাব আসেনি, আযাব এসেছে ওই দুর্যোগগ্রস্ত অঞ্চলে, তবে এটা তাদের ভ্রান্তিবিলাস ছাড়া আর কিছুই নয়। আর এটাও হচ্ছে এক স্বতন্ত্র আযাব।

তাছাড়া একটি বড় মুসীবত যদি কোনো অঞ্চলে আসে তাহলে তা পরোক্ষভাবে আশপাশের গোটা ভূখন্ডকে, বরং কখনো গোটা পৃথিবীকেই ক্ষতিগ্রস্ত করে। তাই মুসীবতের প্রত্যক্ষ আঘাত থেকে প্রাণে বেঁচে একথা ভাবতে থাকা যে, ‘বেঁচে গেলাম’, এক ধরনের অপরিণত চিন্তা ছাড়া আর কিছু নয়।

চ. মুমিনের সঙ্গে আল্লাহ তাআলা যে ব্যবহার করে থাকেন ,তা কাফেরদের থেকে ভিন্নরূপ। মুমিন হচ্ছে আল্লাহর বান্দা, মুসীবতের মাধ্যমে আল্লাহ তাকে সতর্ক করেন আর তার দরজা বুলন্দ করেন। অন্যদিকে কাফেররা হচ্ছে অবাধ্য ও বিদ্রোহী। আল্লাহ তাআলা কখনো তাদের উপর আযাব নাযিল করলেও তাদের সম্পর্কে তাঁর সাধারণ নীতি এই যে, তিনি তাদেরকে অবকাশ দিতে থাকেন। এভাবে যখন পাপের পাত্র কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে ওঠে তখন একসঙ্গে আখিরাতে কঠিনভাবে পাকড়াও করেন। কখনো দুনিয়াতেও তার দু’একটি দৃষ্টান্ত দেখিয়ে থাকেন। এজন্য কাফেরদের ওপর যদি আযাব না আসে কিংবা কম আসে তাহলে এতে তাদের আনন্দিত হওয়ার কোনো কারণ নেই; বরং এটা তো তাদের জন্য সাধারণ আযাবের চেয়েও বড় আযাব। আর এজন্যই বিভিন্ন মুসীবতের সময় কাফেরদের প্রসঙ্গ টেনে নিয়ে আসা অত্যন্ত গর্হিত মানসিকতা। এতে আল্লাহ তাআলার তাম্বীহ ও সতর্কবাণীকে ভুল দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করা হয়।

ছ. যে বিপদাপদ পরীক্ষা হিসেবে আসে সেগুলো শুধু তাদের জন্যই পরীক্ষা নয়, যারা এগুলোতে সরাসরি আক্রান্ত হয়েছে; বরং এটা সবার জন্য, গোটা পৃথিবীর সকলের জন্য পরীক্ষা। পাকিস্তানের ভূমিকম্প শুধু পাকিস্তানীদের জন্য পরীক্ষা

নয়। তদ্রূপ বাংলাদেশের ঘূর্ণিঝড়ও শুধু বাংলাদেশীদের জন্য পরীক্ষা নয়; বরং গোটা পৃথিবীর সবার জন্যই পরীক্ষা ও তাম্বীহ। আল্লাহ তাআলা পরীক্ষা করছেন- কে সবর করে আর কে ইলাহী ফয়সালার সমালোচনা করে। কে মুসীবত দেখে সজাগ-সতর্ক হয় এবং তওবা করে নিজেকে সংশোধন করে আর কে পূর্বের মতোই উদাসীন নিদ্রায় বিভোর থাকে। কে সামর্থ্য অনুযায়ী বিপদগ্রস্তদের সাহায্যে এগিয়ে আসে আর কে নিজ স্বার্থ-চিন্তাতেই ডুবে থাকে।

এ ধরনের পরিস্থিতিতে আমাদের করণীয় এই যে,

১. 'সবর' ও 'তাফবীয' অর্থাৎ নিবেদিত চিত্তে ধৈর্যধারণ এবং 'রিযা বিল কাযা' অর্থাৎ আল্লাহর ফয়সালায় সন্তুষ্ট থাকা।

২. সকল রকম গোনাহ থেকে তওবা করা এবং অনতিবিলম্বে নিজের সংশোধনে আত্মনিয়োগ করা। আর অধিক পরিমাণে ইস্তেগফার করা।

৩. সম্ভাব্য সকল উপায়ে মুসীবতগ্রস্তদের সাহায্য-সহযোগিতায় এগিয়ে আসা। যার পক্ষে যতটুকু সম্ভব তা-ই নিবেদন করা। একথা চিন্তা করে পিছিয়ে থাকা উচিত নয় যে, আমার সামান্য অংশগ্রহণে এত মানুষের কী সাহায্য হবে; বরং বিপদগ্রস্তদের সাহায্যে এগিয়ে আসার নবী-সুন্নত পালনের এটাই সবচেয়ে উপযুক্ত সময়।

৪. হাদীস শরীফে আযাব-গযবের স্থানে যাওয়া সম্পর্কে যে নিষেধ এসেছে তা ওইসব স্থান সম্পর্কে যেখানে আপতিত বিপদাপদ সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে জানা রয়েছে যে, এটা কুফর-শিরক এবং আম্বিয়ায়ে কেরাম আ.-এর অবাধ্যতার শাস্তিস্বরূপ এসেছে। যেখানেই কোনো মুসীবত আপতিত হয় সেখানেই যাওয়া অনুচিত এটা হাদীসের নিষেধাজ্ঞার অর্থ নয়। বরং হাদীস শরীফে বিপদগ্রস্তদের সাহায্যার্থে এগিয়ে আসাকে জরুরি সাব্যস্ত করা হয়েছে। কেননা, এর মাধ্যমে

উপদেশ গ্রহণেরও সুযোগ সৃষ্টি হয় এবং এই অনুভূতিও জাগ্রহ হয় যে, আল্লাহ যে আমাদের এই বিপদ থেকে রক্ষা করেছেন আমরা কি তার শোকর আদায় করছি এবং নিজেকে সংশোধিত করছি?

৫. বাহ্যিক মুসীবতের সময় কর্তব্য পালনের পাশাপাশি অভ্যন্তরীণ মুসীবত যা সর্বদা ঈমান-আমলকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে সে বিষয়েও কর্তব্য পালনে সচেতন হওয়া কর্তব্য। এ উদ্দেশ্যে দ্বীনী তা'লীম ও দ্বীনী দাওয়াতকে ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর করার লক্ষ্যে সম্ভাব্য সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করাও কর্তব্য।

৬. সবশেষে যবানের হিফাযতের বিষয়ে সচেতন থাকা কর্তব্য। না আল্লাহর ফয়সালা সম্পর্কে আপত্তি ও অসন্তুষ্টি প্রকাশ আর না অন্য কারো গীবত-শেকায়েত। শুধু নিজের গীবত ও নিজের শেকায়েত। আর নিজের ও পরিবার-পরিজনের সংশোধনের লক্ষ্যে উপযুক্ত প্রয়াস গ্রহণ

বিপদ থেকে বাঁচতে ১০টি কার্যকরী দোয়া

বিপদ ও সমস্যা থেকে বেঁচে থাকতে কুরআন-সুন্নায় অসংখ্য দোয়া ও আমলের বর্ণনা রয়েছে। যা কার্যকর এবং পরীক্ষিত। নবি-পয়গাম্বরদের থেকে শুরু করে অসংখ্য নেককার বনি আদমের বাস্তব জীবনেই তা পরীক্ষিত ও প্রমাণিত।

বিপদ ও সমস্যা থেকে উত্তরণের জন্য মুমিনের বিশেষ কার্যকরী ১০টি দোয়া নিম্নরূপ দেওয়া হলো।

> সুরা আল-ফাতেহা

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ - مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ - إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ - اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ - صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّين َ

এ সুরাটির বিশেষ একাধিক নাম হলো- আল-কাফিয়া বা যথেষ্টকারী, আশ-শাফিয়া বা আরোগ্যকারী। এটি আল্লাহর গুণ-প্রশংসার সুরা হওয়ায় এ সুরার আমলের দ্বারা ঝাঁড়-ফুক করাও হাদিস দ্বারা প্রমাণিত।

> اَللهُ... اللهُ رَبِّىْ لَا أُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا উচ্চারণ : 'আল্লাহু... আল্লাহু রাব্বি; লা উশরিকু বিহি শাইআ।'অর্থ : 'হে আল্লাহ!... আল্লাহ তুমিই আমার প্রভু। আমি তোমার সঙ্গে কাউকে শরিক করি না।' (আবু দাউদ)

> لَا اِلَهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّى كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْن উচ্চারণ : 'লা ইলাহা ইল্লা আনতা সুবহানাকা ইন্নি কুনতু মিনাজ জ্বলিমিন।'অর্থ : হে আল্লাহ! তুমি ছাড়া কোনো সত্য উপাস্য নেই; আমি তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করছি। নিঃসন্দেহে আমি জালিমদের অন্তর্ভুক্ত।' (তিরমিজি)>

প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুঃখ-কষ্ট, বিপদ-আপদ কিংবা দুশ্চিন্তা ও পেরেশানিতে উত্তীর্ণ হতে তাঁর উম্মতকে এ দোয়া পড়ার জন্য উৎসাহিত করেছেন-حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْل – نِعْمَ الْمَوْلى وَ نِعْمَ النَّصِيْر উচ্চারণ : হাসবুনাল্লাহু ওয়া নেমাল ওয়াকিল; নেমাল মাওলা ওয়া নেমান নাছির।'অর্থ : আল্লাহ তাআলাই আমাদের জন্য যথেষ্ট, তিনি কতই না উত্তম কাজ সম্পাদনকারী। আল্লাহ তাআলাই হচ্ছে উত্তম অভিভাবক এবং উত্তম সাহায্যকারী।'

> لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِالله উচ্চারণ : 'লা হাওলা ওয়া লা কুয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহ।'অর্থ : 'আল্লাহর সাহায্য ব্যতিত কোনো উপায় নেই আর কোনো ক্ষমতাও নেই।' এ

দোয়াটি জান্নাতের গোপন ভাণ্ডারসমূহের একটি। বিপদ ও সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে বহু মানুষ থেকে পরিক্ষীত দোয়াও এটি।

> أَستَغْفِرُ الله - أَستَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ উচ্চারণ : ‘আস্তাগফিরুল্লাহ; আস্‌তাগফিরুল্লাহাল্লাজি লা ইলাহা ইল্লা হুওয়াল হাইয়্যুল কইয়্যুমু ওয়া আতুবু ইলায়হি।'অর্থ : ‘আমি আল্লাহর ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আমি ওই আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাই, যিনি ছাড়া প্রকৃতপক্ষে কোনো মাবুদ নেই, তিনি চিরঞ্জীব, চিরস্থায়ী এবং তাঁর কাছেই (তাওবাহ করে) ফিরে আসি।'

> لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ، وَرَبُّ الْأَرْضِ، وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيم উচ্চারণ : ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহুল আজিমুল হালিম; লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু রাব্বুল আরশিল আজিম; লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু রাব্বুস সামাওয়াতি ওয়া রাব্বুল আরদি ওয়া রাব্বুল আ’রশিল কারিম।’অর্থ : ‘আল্লাহ্‌ ব্যতিত সত্য কোনো মাবুদ নেই, তিনি অতি মহান, অতি সহনশীল। আল্লাহ ব্যতিত কোনো সত্য ইলাহ বা উপাস্য নেই, তিনি বিশাল আরশের মালিক। আল্লাহ ব্যতিত সত্য কোনো মাবুদ নেই, তিনি আসমান-জমিনের এবং মহান আরশের মালিক।’ (বুখারি)

> اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ، وَ أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَ أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَالْجُبْنِ، وَ أَعُوذُ بِكَ مِن ضَلَعِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَال উচ্চারণ : ‘আল্লাহুম্মা ইন্নি আউজুবিকা মিনাল হাম্মি ওয়াল হাযানি, ওয়া আউজুবিকা মিনাল আজযি ওয়াল কাসালি, ওয়া আউজুবিকা মিনাল বুখলি ওয়াল জুবনি, ওয়া আউজুবিকা মিন দ্বালায়িদ দাইনি ওয়া ক্বাহরির রিজাল।’ (তিরমিজি)অর্থ : ‘হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি আপনার আশ্রয় চাই দুশ্চিন্তা ও দুঃখ থেকে, অপারগতা ও অলসতা থেকে, কৃপণতা ও ভীরুতা থেকে, ঋণের ভার ও মানুষদের দমন-পীড়ন থেকে।’ ((বুখারি, মুসলিম, তিরমিজি ও মিশকাত)

> হজরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন ,রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন কোনো দুঃখ-কষ্ট বা চিন্তা, অস্থিরতা তথা হতাশাগ্রস্ত হতেন তখন বলতেন-يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيْثُউচ্চারণ : ইয়া- হাইয়ু ইয়া- ক্বাইয়ূ-মু বিরাহমাতিকা আস্তাগিছ।অর্থ : ‘হে চিরঞ্জীব! হে চিরস্থায়ী! আপনার রহমতের মাধ্যমে আপনার নিকটে সাহায্য চাই।’ (তিরমিজি, মুসতাদরেকে হাকেম, মিশকাত)

> হজরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, বিপদগ্রস্তের দোয়া হচ্ছে- اَللّٰهُمَّ رَحْمَتَكَ أَرْجُوْ فَلَاتَكِلْنِىْ اِلَي نَفْسِيْ طَرْفَةَ عَيْنٍ وَ أَصْلِحْ لِيْ شَانِي كُلُّهُ لا اِلَهَ اِلَّا أَنْتَউচ্চারণ : ‘আল্লাহুম্মা রাহমাতাকা আরঝু ফালা তাকিলনি ইলা নাফসি; ত্বারফাতা আইন; ওয়া আসলিহলি শানি কুল্লুহু; লা ইলাহা ইল্লাহ আনতা। (আবু দাউদ, মিশকাত)অর্থ : ‘হে আল্লাহ! আমি তোমার দয়া কামনা করি। তুমি আমাকে এক মুহূর্তের জন্যও আমার নিজের হাত ছেড়ে দিও না। বরং তুমি স্বয়ং আমার সমস্ত ব্যাপার ঠিক করে দাও। তুমি ব্যতীত কোনো মা’বুদ নাই। ~

বিপদ—মুসিবত উত্তরণে রাসূল সা.—এর নীতি ও কৌশল।

বিপদ—মুসিবত মানব জীবনের স্বাভাবিক ঘটনা। এ ক্ষেত্রে সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ মানব মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সা.—এর দেখানো নীতি ও আদর্শই মুমিন জীবনের পথ ও পাথেয়। দিশেহারা, হতাশাগ্রস্ত বর্তমান মুসলিম উম্মাহর একমাত্র মুক্তির উপায় ও অবলম্বন। আল্লাহ বলেন— ﴿ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ — الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴾ "আর আমি অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করবো কিছু ভয়, ক্ষুধা এবং ধন—সম্পদ, জীবন ও ফসলের ক্ষয়ক্ষতি দ্বারা। আপনি সুসংবাদ দিন ধৈর্যশীলদেরকে। যারা তাদের উপর বিপদ এলে বলে, আমরা তো আল্লাহরই। আর নিশ্চয় আমরা তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তনকারী।" (সূরা বাকারা : ১৫৫—১৫৬)। সাফল্য ও বিজয় তাদের জন্য যারা, যারা বিপদ—মুসিবতের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। সর্বকালের, সর্বযুগের সকল মানুষই পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছেন এবং হতে থাকবেন। এমনকি প্রথম মানব ও প্রথম নবী আদম (আ) থেকে শুরু করে সকল নবী—রাসূল এবং তাঁদের অনুসারীরাও পার্থিব জীবনে পরীক্ষার মুখোমুখি হয়েছেন। শেষ নবী মুহাম্মাদ সা.—এর জীবনও এর ব্যতিক্রম নয়।

আর সূরা আনকাবুতে আল্লাহ এ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ভাষায় বলেছেন— ﴿ أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ — وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ ﴾ "মানুষ কি মনে করেছে যে, 'আমরা ঈমান এনেছি' এ কথা বললেই তাদেরকে পরীক্ষা না করে ছেড়ে দেয়া হবে? আর আমি অবশ্যই তাদের পূর্ববর্তীদেরকেও পরীক্ষা করেছিলাম; এবং আল্লাহ অবশ্যই জেনে নিবেন কারা সত্যবাদী আর কারা মিথ্যাবাদী।" কুরআন, হাদিস, সিরাত ও ইতিহাসের গ্রন্থাবলিতে নবীজীবনের অসংখ্য বিপদ—মুসিবতের ঘটনা বিবৃত হয়েছে। আলোচ্য লিখায় সকল বিপদ—মুসিবত উত্তরণে রাসূল সা.—এর নীতি ও আদর্শ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। বিপদ—মুসিবত শব্দটির পরিচয় বিপদ শব্দটি বিশেষ্য, বাংলা একাডেমির অভিধানে এর যে সকল অর্থ বলা হয়েছে, সেগুলো হলো: ১.

আপদ; বিপত্তি ২. দুর্দশা; দুরবস্থা ৩. দুর্ঘটনা ৪. ঝঞ্ঝাট। আর মুসিবত (مصيبة) শব্দটি আরবী, এটি একবচন; বহুবচনে মাসায়িব (مصائب); যার অর্থ: ১. বিপদ, বিপর্যয় ২. আকস্মিক বিপদ, ব্যথা। মানাভি বিপদ—মুসিবতের সংজ্ঞায় বলেছেন, المصيبة اسم لكل ما يسوء الإنسان "বিপদ—মুসিবত হলো, এমন সব বস্তু যা মানুষকে কষ্ট দেয়।" কালবি বলেন, المصيبة ما يصيب من الشر. "বিপদ—মুসিবত হলো, যা মন্দ বা খারাপ থেকে আসে।"

﴿ أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّى هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ "কী ব্যাপার! যখন তোমাদের উপর মুসিবত এলো (ওহুদের যুদ্ধে) তখন তোমরা বললে, 'এটা কোত্থেকে এলো?' অথচ তোমরা তো দ্বিগুণ বিপদ ঘটিয়েছিলে (বদরের যুদ্ধে)। বলুন, 'এটা তোমাদের নিজেদের কাছ থেকে এসেছে' নিশ্চয় আল্লাহ সবকিছুর উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান।" ﴿ مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ﴾ "আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কোন বিপদই আপতিত হয় না।" এছাড়াও কুরআনের সূরা বাকারার ১৫৫—১৫৬ নম্বর আয়াতে, সূরা নিসার ৬২ ও ৭২—৭৩ নম্বর আয়াতে এবং সূরা নিসার ৫০ নম্বর আয়াত ছাড়াও এরূপ আরো অন্যান্য অনেক জায়গায় মুসিবত শব্দটি এসেছে। বিপদ—মুসিবত সম্পর্কিত রাসূলুল্লাহ সা.—এর কিছু হাদিস নিম্নে উল্লেখ করা হলো: مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُصِبْ مِنْهُ "আল্লাহ যে ব্যক্তির কল্যাণ চান তাকে বিপদে ফেলেন।"

রাসূল সা. প্রকাশ্যে দ্বীনের দাওয়াত শুরু করার পর নবুওয়াতি জীবনে শুরু হয় বিপদ—মুসিবত, চরম অনিশ্চয়তা ও দুঃখ—দুর্দশা। হিজরতের আগে ও পরে তাঁর উপর আপতিত এরূপ অসংখ্য বিপদ—মুসবিতের কিছু নমুনা নিম্নে উল্লেখ করা হলো: রাসূল সা.—এর চলার পথে তাঁকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ দেয়া ছাড়াও কটূক্তি করা, মিথ্যা অপবাদ দেয়া হতো। কাফের প্রতিবেশী নেতারা ও তাদের সঙ্গীরা রাসূল সা.—এর উপর নামাজরত অবস্থায় উটের নাড়ি—ভুঁড়ি ও মল—মূত্র নিক্ষেপ করত, রান্নাবান্না অবস্থায় পাতিলে আবর্জনাদি নিক্ষেপ করত। মক্কার কাফেররা রাসূল সা.—এর উপর অত্যাচার, নির্যাতন, নিপীড়ন, বিরোধিতার সকল

প্রচেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে তাঁকে এবং বনু হাশিমের যারা তাঁকে সমর্থন করে সকলকে বহিষ্কার এবং বয়কটের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ফলে আবু তালিব এবং তার পরিবারবর্গ (মহানবী সা.সহ) শিয়াবে আবু তালিব নামে (আবু তালিবের উপত্যকায়) পরিচিত মক্কার নির্জন উপত্যকায় তিন বছর পর্যন্ত নিঃসঙ্গ জীবন যাপনে বাধ্য হন। এ সময় ক্ষুধার তাড়নায় আদরের শিশু—সন্তান ও মহিলাগণের হৃদয়বিদারক কান্না এতটাই প্রকট ছিল তা গিরি পর্বতের বাইরে থেকে শোনা যেতো। তায়েফের ময়দানে কাফের—মুশরিকরা দুষ্ট ছেলেদেরকে রাসূলের উপর লেলিয়ে দিলো। পথের দু'পাশে ভিড় করে তারা হাততালি দিলো, অশ্রাব্য—অশ্লীল কথাবার্তা বলে তাঁকে গাল মন্দ দিলো ও পাথর ছুড়ে আঘাত করার ফলে তার পায়ের গোড়ালিতে ক্ষতের সৃষ্টি হয়ে এবং জুতার ভিতরে রক্ত জমে পা আটকে গেল। মদিনায় হিজরতের পরেও রাসূলুল্লাহ সা.—এর উপর বিপদ—মুসিবত চলতেই থাকে। বদর, ওহুদ, আহযাব, হুদাইবিয়া, হুনাইন, খায়বর, তাবুক, বানু মুস্তালিক, মুতা, মক্কা বিজয়ের যুদ্ধ ছাড়াও হামরাউল আসাদ, বানু কুরাইযা, বানু কাইনুকা, বানু নাযির অভিযান, রাযী, বীরে মাউনার ঘটনা ছাড়াও এরূপ অসংখ্য বিপদ মুসিবত উত্তরণে রাসূল সা. যে সকল নীতি বা আদর্শ গ্রহণ করেছিলেন নিম্নে সংক্ষেপে সেটা তুলে ধরা হলো:

সবর বা ধৈর্য ধারণ করা মানব চরিত্রের উত্তম গুণাবলির অন্যতম হলো সবর বা ধৈর্য। আল—কুরআনে আল্লাহ ধৈর্যকে সাফল্যের নিয়ামকরূপে বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ বলেছেন, "হে ঈমানদারগণ! তোমরা ধৈর্য ধারণ কর, ধৈর্যের প্রতিযোগিতা কর এবং সবসময় যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকো, আর আল্লাহকে ভয় করো, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো।" বিপদে মুসিবতে রাসূল সা. সব সময় ছিলেন দৃঢ়চিত্ত ও ধৈর্যশীল। তিনি মক্কায় শিয়াবে আবু তালিবে বন্দী থেকেছেন, তায়েফে রক্তাক্ত হয়েছেন, ওহুদে দাঁত হারিয়েছেন, মদিনায় বদর, ওহুদ, খন্দক ও হুদাইবিয়া ছাড়াও সমগ্র নবুওয়াতি জীবনের সকল বিপদ মুসিবতে দেখিয়েছেন ধৈর্যের পরাকাষ্ঠা। আম্মার রা. ও তার পিতা ইয়াসির রা. এবং মাতা সুমাইয়্যা রা.—এর উপর ইসলাম গ্রহণের কারণে নেমে আসে বিপদ—মুসিবতের খড়গহস্ত।

আবু জেহেল আম্মার রা.—কে উত্তপ্ত কঙ্কর ও বালুতে শুইয়ে দিয়ে শাস্তি দিত। রাসূল সা. একদিন আম্মার রা.—এর শাস্তি দেখে বলেন, صَبْرًا آلَ يَاسِرٍ، مَوْعِدُكُمْ الْجَنَّةُ "হে ইয়াসিরের পরিবার ধৈর্য ধারণ করো, তোমাদের স্থান জান্নাতে।" বিপদে মুসিবতে শরিয়াতের সীমার মধ্যে থেকে অশ্রুন্ন প্রবাহিত করা বিপদ—মুসিবতে দুঃখ ভারাক্রান্ত মনে চোখে অশ্রুন্ন প্রবাহিত হওয়া স্বাভাবিক। রাসূল সা.—এর চারজন কন্যা ও তিনজন পুত্র সন্তান ছিলেন। ফাতিমা রা. বাদে বাকি সব সন্তান রাসূল সা.—এর জীবদ্দশাতেই ইন্তেকাল করেন। পুত্র ইবরাহিম যখন মৃত্যুবরণ করেন, তখন রাসূলুল্লাহ সা. কান্নাকাটি করেন। তিনি বললেন, নিঃসন্দেহে চোখ কাঁদে আর হৃদয় হয় ব্যথিত। কিন্তু, আমরা কেবল তাই বলি যা আমাদের রব পছন্দ করেন। হে ইবরাহিম! আমরা তোমার বিচ্ছেদে শোকাভিভূত।

বিপদে মুসিবতের অবস্থায় নামাজ আদায় করা কুরআনের নির্দেশ হচ্ছে বিপদে— মুসিবতে ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে আল্লাহর সাহায্য চাওয়া। আল্লাহ বলেছেন, ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ﴾ "হে ঈমানদারগণ! তোমরা ধৈর্য ও নামাজের মাধ্যমে আল্লাহর সাহায্য চাও।" প্রখ্যাত সাহাবা হুযাইফা রা. বলেনন ﴿كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَزَبَهُ أَمْرٌ، صَلَّى﴾ "নবী সা. যখন কোন জটিল বিষয়ের সম্মুখীন হতেন, তখন নামাজ পড়তেন।" বদর যুদ্ধের পূর্বের দিন রাসূল সা. একটি গাছের নিচে দাঁড়িয়ে সকাল পর্যন্ত সারারাত নামাজ পড়েছেন আর কেঁদেছেন।

আল্লাহর কাছে দোয়া করা "বিপদে বন্ধুর পরিচয়" এ প্রসিদ্ধ উক্তির প্রমাণ পাওয়া যায় সকল মানুষের বিপদের সময়। আল্লাহর হাবিব রাসূলুল্লাহ সা. বিপদে মুসিবতে তার বন্ধু আল্লাহর কাছে ধরনা দিয়েছেন; তার কাছে দোয়া করেছেন। তায়েফের বিপদ—মুসিবতের সময়ে রাসূল সা. দোয়া করলেন, اللَّهمّ إِلَيْكَ أَشْكُو ضَعْفَ قُوَّتِي، وَقِلَّةَ حِيلَتِي، وَهَوَانِي عَلَى النَّاسِ، يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ، أَنْتَ رَبُّ الْمُسْتَضْعَفِينَ، وَأَنْتَ رَبِّي، إِلَى مَنْ تَكِلُنِي؟ إِلَى بَعِيدٍ يَتَجَهَّمُنِي ؟ أَمْ إِلَى عَدُوٍّ مَلَّكْتَهُ أَمْرِي؟ إِنْ لَمْ يَكُنْ بِكَ عَلَيَّ غَضَبٌ فَلَا أُبَالِي "হে প্রভু! আমি তোমার নিকট আমার দুর্বলতা, অপারগতা এবং মানুষের নিকট আমার কদর না হওয়ার অভিযোগ

করছি। হে দয়াময়! তুমি দুর্বলদের প্রভু, আমারও প্রভু। তুমি আমাকে কার নিকট ন্যস্ত করছো? এমন কোন অনাত্মীয়ের নিকট যে রূঢ় আচরণ করে, কিংবা এমন শত্রুর নিকট যাকে তুমি আমার মালিক করে দিয়েছো? যদি তুমি আমার উপর রাগান্বিত না হও তবে কোনো পরওয়া নেই...।” আঙ্গুর বাগানে বসে রাসূল সা.—এর এই দোয়া ‘দুর্বলদের দোয়া’ হিসাবে প্রসিদ্ধ।

কুনুতে নাজেলা পাঠ ব্যাপক বিপদ মুসিবতে কিংবা জুলুম—নির্যাতনের সময় রাসূলুল্লাহ সা. কুনুতে নাজেলা পাঠ করতেন। বীরে মাউনার ঘটনার পর রাসূলুল্লাহ সা. এক মাস পর্যন্ত কুনুতে নাজেলা পড়েছেন। এছাড়া কুরাইশদের কাছে একদল মুসলমান বন্দি হলে তাদের মুক্তি না পাওয়া পর্যন্ত তিনি কুনুতে নাজেলা পড়েছেন। কুনুতে নাজেলার নির্দিষ্ট কোনো দোয়া নেই। কুরআন হাদিস থেকে প্রাসঙ্গিক যেকোনো দোয়া পড়া যাবে। কারণ রাসূলুল্লাহ সা. একেক পরিস্থিতিতে একেক রকম দোয়া পড়েছেন। নিম্নে ইমাম বায়হাকির আস—সুনানে বর্ণিত একটি দোয়া দেয়া হলো:

اللَّهُمَّ اهْدِنَا فِيمَنْ هَدَيْتَ ، وَعَافِنَا فِيمَنْ عَافَيْتَ ، وَتَوَلَّنَا فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ ، وَبَارِكْ لَنَا فِيمَا أَعْطَيْتَ ، وَقِنَا شَرَّ مَا قَضَيْتَ ، إِنَّكَ تَقْضِى وَلاَ يُقْضَى عَلَيْكَ ، إِنَّهُ لاَ يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَنَا ، وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ ، وَأَلِّفْ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ ، وَأَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِهِمْ ، وَانْصُرْهُمْ عَلَى عَدُوِّكَ وَعَدُوِّهِمْ ، اللَّهُمَّ الْعَنْ كَفَرَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِكَ ، وَيُكَذِّبُونَ رُسُلَكَ ، وَيُقَاتِلُونَ أَوْلِيَاءَكَ اللَّهُمَّ خَالِفْ بَيْنَ كَلِمَتِهِمَ ، وَزَلْزِلْ أَقْدَامَهُمْ ، وَأَنْزِلْ بِهِمْ بَأْسَكَ الَّذِى لاَ تَرُدُّهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِينُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنُثْنِى عَلَيْكَ وَلاَ نَكْفُرُكَ ، وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اللَّهُمَّ إِيَّاكَ نَعْبُدُ ، وَلَكَ نُصَلِّى وَنَسْجُدُ ، وَلَكَ نَسْعَى وَنَحْفِدُ ، نَخْشَى عَذَابَكَ الْجَدَّ ، وَنَرْجُو رَحْمَتَكَ ، إِنَّ عَذَابَكَ بِالْكَافِرِينَ مُلْحَق.ٌ

আল্লাহর উপর ভরসা করা রাসূলুল্লাহ সা. বিপদে মুসিবতে সব সময় আল্লাহর উপরই ভরসা করেছেন। তার সমগ্র জীবনই এটার প্রমাণ বহন করে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, উহুদ যুদ্ধের পরাজয়ের পর পরই যখন কাফেররা ইসলাম ও মুসলমানদের দুনিয়া থেকে সম্পূর্ণ মুছে ফেলার উদ্দেশ্যে এবং দ্বিতীয়বার মদিনা আক্রমণ করার জন্য মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিরাট সেনাদল

প্রস্তুত করে আর লোকজন এসে রাসূল সা.কে এ বিষয়ে খবর দিয়ে বলে, তাদেরকে ভয় করো। এ কথা শুনার পর তিনি আল্লাহর উপর ভরসা করলেন এবং বললেন, ﴿ حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيل ﴾ "আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট। তিনি আমাদের জন্য উত্তম অভিভাবক।" উল্লেখ্য যে, এ অভিযানটি হামরাউল আসাদ অভিযান নামে পরিচিত।

অন্তরকে স্থির রাখা ও বিচলিত না হওয়া রাসূলুল্লাহ সা.কে কাফেররা অত্যাচার নির্যাতন করেই ক্ষান্ত হয়নি; সর্বশেষ তারা রাসূলকে হত্যার পরিকল্পনা করলে আল্লাহ তাঁকে হিজরতের নির্দেশ দেন। এ সময় কাফেররা যখন সওর পর্বতে তাঁকে ও তাঁর সাথী আবু বকরকে ধরে ফেলার উপক্রম হয়, তখন তিনি স্থিরচিত্তে সঙ্গী আবু বকর রা.কে বলেন, ﴿ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا ﴾ "চিন্তা করো না, (আমরা শুধু দুইজন নই) আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন।"

দুনিয়াবি উপায় উপকরণ দিয়ে সাধ্যানুযায়ী সকল প্রতিরোধের ব্যবস্থা করা বা রাখা আল্লাহ বলেন, ﴿ وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ﴾ "আর তোমরা তাদের মোকাবেলার জন্য তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী শক্তি ও অশ্ব বাহিনী প্রস্তুত কর, আর তা দ্বারা তোমরা ভয় দেখাবে আল্লাহর শত্রু ও তোমাদের শত্রুদেরকে এবং এছাড়া অন্যদেরকে যাদেরকে তোমরা জানো না, আল্লাহ তাদেরকে জানেন।" রাসূল সা.—এর যুদ্ধ কৌশলগুলো পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় তিনি সবসময় দুনিয়াবি সকল প্রস্তুতি নিয়েই আল্লাহর উপর ভরসা করেছেন। মদিনার ইসলামী রাষ্ট্রকে সমূলে উৎপাটিত করার জন্য আরবের বহুসংখ্যক গোত্রের সম্মিলিত আক্রমণের খবর পেয়ে রাসূল সা. নেতৃত্বস্থানীয় সাহাবাগণকে নিয়ে পরামর্শ সভা আহবান করেন। এ সভায় উপস্থিত সালমান ফারসি রা.—এর পরামর্শক্রমে শত্রুর আক্রমণ প্রতিহতের জন্য পরিখা খননের প্রস্তাবও তিনি গ্রহণ করেন। এমনকি খন্দক বা আহযাব যুদ্ধের পরিখা খনন কাজে তিনি সশরীরে অংশগ্রহণ করেন। এ সময় তাঁর পবিত্র পেটে মাটি লেগে ঢেকে গিয়েছিল। আর সে সময় তিনি

বলছিলেন, আল্লাহর শপথ! তিনি আমাদেরকে হিদায়েত না করলে আমরা হিদায়েতপ্রাপ্ত হতাম না, আর দান—খয়রাতও করতাম না এবং নামাজও পড়তাম না। তাই হে আল্লাহ! আমাদের উপর শান্তি নাজিল করো। শত্রুর সাথে মুকাবিলার সময় দৃঢ়পদ রাখো। নিশ্চয় শত্রুরা বিনা কারণে আমাদের উপর চড়াও হয়েছে। যখন তারা ফিতনা ফাসাদ সৃষ্টির সঙ্কল্প করেছে তখনই আমরা তা প্রত্যাখ্যান করে ব্যর্থ করে দিয়েছি।

হা—হুতাশ না করা রাসূল সা. বিপদ—মুসিবতে কখনো হা হুতাশ করতেন না। তিনি বলেছেন, যদি তোমাকে কোনো বিপদ—মুসিবত পেয়ে বসে, তখন বলবে না, যদি আমি এটা করতাম তা হলে এমন হতো। বরং তুমি বলবে, যা হয়েছে আল্লাহর নির্ধারণ অনুযায়ী হয়েছে। তিনি যা চেয়েছেন করেছেন। কেননা ‘যদি, শব্দটি শয়তানের কাজকে উন্মুক্ত করে দেয়।

সমাধানের জন্য তাড়াহুড়া না করা মানুষের স্বভাব বা প্রকৃতি হলো তাড়াহুড়াপ্রবণ। আর বিপদ মুসিবতের সময় এটা আরো বৃদ্ধি পায়। রাসূল সা. নিজে কখনোই এরূপ করেননি, এমনকি তিনি তার অনুসারীদেরকেও এরূপ করতে নিষেধ করেছেন। খাব্বাব ইবনুল আরত রা. বর্ণনা করেছেন— যে সময় মুশরিকদের কঠোর নির্যাতনে আমরা ভীষণ দুরবস্থার মধ্যে পড়েছিলাম। সে সময় একদিন আমি দেখলাম নবী সা. কাবাঘরের দেয়ালের ছায়ায় বসে রয়েছেন। আমরা সেখানে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি আমাদের জন্য দোয়া করেন না? একথা শুনে তাঁর চেহারা আবেগে— উত্তেজনায় রক্তিমবর্ণ ধারণ করলো এবং তিনি বললেন, “তোমাদের পূর্বে যে সকল মুমিন দল অতিক্রান্ত হয়েছে তারা এর চাইতেও বেশি নিঃগৃহীত হয়েছে। তাদের কাউকে মাটিতে গর্ত করে তার মধ্যে বসিয়ে দেয়া হতো এবং তারপর তার মাথার উপর করাত চালিয়ে দ্বিখণ্ডিত করা হতো। কারো অঙ্গ—প্রত্যঙ্গের সন্ধিস্থলে লোহার চিরুনি দিয়ে আঁাচড়ানো হতো, যাতে তারা ঈমান প্রত্যাহার করে। আল্লাহর কসম এ কাজ সম্পন্ন হবেই, এমনকি এক ব্যক্তি সান‘আ থেকে হাদরামাউত পর্যন্ত নিঃশঙ্ক চিত্তে

সফর করবে এবং আল্লাহ ছাড়া আর কারো ভয় তার মনে থাকবে না। কিন্তু তোমরা বড়ই তাড়াহুড়া করছো।”

বিপদ—মুসিবত থেকে শিক্ষা নেওয়া:::সূরা হাশরে দ্বিতীয় আয়াতে আল্লাহ ইয়াহুদি গোত্র বনু নাযিরের ঘটনা বর্ণনাপূর্বক বলেছেন, ﴿فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ﴾ “অতএব হে চক্ষুষ্মান ব্যক্তিগণ! তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর।” রাসূল সা. বলেছেন, «لَا يُلْدَغُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ وَاحِدٍ مَرَّتَيْنِ» “মুমিন কখনো এক গর্ত থেকে দু’বার দংশিত হয় না।” ওহুদ যুদ্ধের পরাজয়ের পর মহান আল্লাহ সূরা আলে ইমরানের ১২১ থেকে ১৬৯ নম্বর আয়াতের মধ্যে এ যুদ্ধের শিক্ষা মুমিনদের জন্য বর্ণনা করেছেন। আর রাসূলুল্লাহ সা. তাঁর সকল বিপদে মুসিবতে ভেঙে না পড়ে বরং সেখান থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে ধৈর্য ও ঈমানের সাথে আত্মবিশ্বাস নিয়ে পরবর্তী জীবন পরিচালনা করেছেন।

বেশি বেশি ইস্তিগফার পাঠ ও ক্ষমা চাওয়া বিপদে মুসিবতে বেশি বেশি ইস্তিগফার পাঠ করা সকল নবী—রাসূলের সুন্নাত। আল্লাহ বলেছেন, ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ﴾ “আল্লাহ এমন নন যে, তারা ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকবে; অথচ তিনি তাদের শাস্তি দিবেন।” রাসূল সা. বলেছেন, «مَنْ لَزِمَ الاِسْتِغْفَارَ، جَعَلَ اللَّهُ لَهُ مِنْ كُلِّ هَمٍّ فَرَجاً، وَمِنْ كُلِّ ضِيقٍ مَخْرَجا» “যে ব্যক্তি সবসময় ইস্তিগফার পাঠ করবে, আল্লাহ তাকে প্রতিটি দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তির পথ, প্রতিটি সঙ্কট থেকে উদ্ধারের পথ বের করে দেবেন।” ওহুদ যুদ্ধে আহত হওয়ার পর রাসূল সা. দোয়া করলেন, «رَبِّ اغْفِرْ لِقَوْمِي فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ» “হে রব! আমার কওমকে ক্ষমা করুন, কেননা তারা বুঝে না।”

দোয়া দরুদ পাঠ ও কুরআন তেলাওয়াত করা মহান আল্লাহ কুরআনে বলেছেন, ﴿أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾ “জেনে রেখ আল্লাহর স্মরণেই মন প্রশান্ত হয়।” রাসূলুল্লাহ সা.—এর হিজরতের সময় কাফেরদের ঘোষিত একশত উট পুরস্কার পাওয়ার আশায় সুরাকা ইবন মালেক যখন তাঁকে ধরার জন্য নিকটবর্তী হলো,

তখনও রাসূলুল্লাহ সা. স্থির মনে কুরআন তেলাওয়াত করছিলেন। এ সম্পর্কে সুরাকা নিজেই বলেন, “আমি ভাগ্য নিরূপণের তীরগুলোর ইঙ্গিত উপেক্ষা করে ঘোড়ার পিঠে আরোহণ করলাম। শেষ পর্যন্ত আমি রাসূলুল্লাহ সা.–এর এতটা নিকটবর্তী হলাম যে, আমি তার কুরআন তেলাওয়াত শুনতে পেলাম। তিনি ফিরে তাকাচ্ছিলেন না; কিন্তু আবু বকর রা. বারবার তাকিয়ে দেখছিলেন।” উম্মু সালামা রা. রাসূলুল্লাহ সা.–এর খিদমতে পৌঁছে অত্যন্ত ব্যথাতুর হৃদয়ে স্বামীর মৃত্যু সংবাদ জানালে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সা. তাঁর গৃহে উপস্থিত হলেন। শোকে বিহ্বল উম্মু সালামা রা.কে তিনি ধৈর্যধারণের উপদেশ দিলেন ও পড়তে বললেন, إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون “নিশ্চয় আমরা আল্লাহর জন্য আর তারই নিকট আমরা ফিরে যাবো।” সেই সাথে তিনি তাঁকে নিম্নোক্ত দোয়াটিও পড়ার জন্য শিক্ষা দিলেন, اللهُمَّ أْجُرْنِي فِي مُصِيبَتِي، وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا “হে আল্লাহ! আমাকে আমার মুসিবতের সওয়াব দান করো এবং এর বিনিময়ে আমাকে এর চেয়েও উত্তম বস্তু দান কর।” ইবন আব্বাস রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. কঠিন বিপদ মুসিবতের সময় এ দোয়াটি পড়তেন, لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ العَظِيمُ الحَلِيمُ، لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ، وَرَبُّ العَرْشِ العَظِيم “আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, তিনি অতি মহান, অতি সহনশীল। আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। তিনি আসমান–জমিনের রব এবং মহান আরশের মালিক।”

হতাশ না হওয়া আল্লাহ বলেছেন, ﴿ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِين ﴾ “তোমরা নিরাশ হয়ো না এবং হতাশ হয়ো না; তোমরাই বিজয়ী হবে, যদি তোমরা মুমিন হও।” একবার আয়েশা রা. রাসূল সা.–কে জিজ্ঞেস করলেন, উহুদের চেয়ে আর কোনো কঠিন দিন আপনার জীবনে এসেছে কি–না? জবাবে তিনি তায়েফের কষ্টের কথা বললেন। অথচ পর্বতের ফেরেশতারা তায়েফবাসীকে দুই পাহাড় একত্রিত করে পিষে মারতে চাইলে রাসূল সা. অনুমতি দেননি। বরং তিনি বলেন, আমার আশা, মহান আল্লাহ এদের থেকে এমন বংশধর সৃষ্টি করবেন যারা একমাত্র তাঁর ইবাদত করবে। অন্য কাউকে তাঁর অংশীদার ভাববে না। তায়েফবাসীদের জন্য ফেরেশতাদের প্রস্তাব ফেরত দিয়ে রাসূল সা. ক্ষমা, মহত্ত্ব

ও উদারতার এক জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। রাসূল সা.কে বিষমিশ্রিত তরবারি দিয়ে হত্যার জন্য আগন্তুক উমায়ের মসজিদে নববীতে ধরা খাওয়ার পর তিনি তাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন এবং ইসলাম গ্রহণের সুযোগ দেওয়ার সাথে সাথে কুরআনও শিক্ষা দিয়েছেন। উল্লেখ্য যে, পরবর্তীতে তাঁর আদর্শে মক্কার বহুসংখ্যক নারী—পুরুষ ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আসে।

আশাবাদী হওয়া ‘ইতিবাচক হও’ একথারই অসংখ্য প্রমাণ রয়েছে রাসূলুল্লাহ সা.—এর জীবনে। বিপদে—মুসিবতেও তিনি ইতিবাচক ভাবনা ভাবতেন। যখন তিনি তায়েফবাসীকে দাওয়াত দেন, তাদের অধিকাংশ উত্তর দিল “তুমি আমাদের শহর থেকে বেরিয়ে যাও।” তায়েফবাসীর এরূপ প্রত্যাখ্যানে রাসূল সা. মক্কায় ফিরে তায়েফের দুঃখ—কষ্ট ভুলে ইসলামের তাবলিগ মজবুতভাবে শুরু করার সিদ্ধান্ত নেন। ফেরার পথে যায়েদ বিন হারিছা রা. রাসূল সা.—কে বললেন, যে মক্কাবাসীগণ আপনাকে মক্কা থেকে বিতাড়িত করেছে সে মক্কায় আপনি কিভাবে ফিরে যাবেন? রাসূল সা. উত্তরে বললেন, হে যায়েদ, “আল্লাহ তাঁর মনোনীত নবীকে দ্বীন প্রতিষ্ঠিত করার ব্যাপারে সাহায্য ও বিজয়ী করবেন।”

আদর্শের্র উপর অবিচলতা ও দৃঢ়তা রাসূল সা.কে তাঁর মিশন থেকে ফিরিয়ে রাখার জন্য কুরাইশরা তাঁর চাচা আবু তালিবকে বললো, তিনি যেন ভাতিজাকে এই প্রচারকাজ থেকে বিরত রাখেন। কিন্তু একথায় কোনো ফল না পেয়ে পুনরায় তারা আবু তালিবকে বললো, “হে আবু তালিব! আপনার ভাতিজাকে এই জাতীয় কাজ কর্ম থেকে বিরত রাখুন। নতুবা তাঁর উপর থেকে আপনার সমর্থন উঠিয়ে নিন।” আবু তালিব ভাতিজাকে কুরাইশ নেতৃবৃন্দের ইচ্ছার কথা জানালেন, রাসূল সা. উত্তর দিলেন, يَا عَمُّ، وَاَللَّهِ لَوْ وَضَعُوا الشَّمْسَ فِي يَمِينِي، وَالْقَمَرَ فِي يَسَارِي عَلَى أَنْ أَتْرُكَ هَذَا الْأَمْرَ حَتَّى يُظْهِرَهُ اللَّهُ، أَوْ أَهْلِكَ فِيهِ، مَا تَرَكْتُهُ ُ. “

সবর অর্থাৎ ধৈর্যের সংজ্ঞা

আল্লাহ তাআলা মানুষ সৃষ্টি করেছেন। তাঁর সৃষ্টির লক্ষ্য তিনি কুরআন মাজীদে নানা শব্দ-বাক্যে ব্যক্ত করেছেন। কুরআন মাজীদের এক জায়গায় বিষয়টি এই শব্দ-বাক্যে ব্যক্ত করেন।

الَّذِيْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَ الْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا وَ هُوَ الْعَزِيْزُ الْغَفُوْرُ.

তিনিই সেই সত্তা, যিনি জীবন-মৃত্যুকে এ পরীক্ষা করার জন্য সৃষ্টি করেছেন যে, তোমাদের মধ্যে কে অধিক উত্তম আমল করে। আর তিনিই পরাক্রমশালী ও অধিক ক্ষমাশীল। সূরা মুলক (৬৭) : ২

আল্লাহ তাআলা মানুষের এ পরীক্ষা নেওয়ার জন্য সৃষ্টি করেছেন পৃথিবী। মানুষ পৃথিবীতে এসে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে নানা রকম পরীক্ষার সম্মুখীন হয়ে থাকে। মানুষের প্রবৃত্তি তার জন্য এক পরীক্ষার বস্তু। এই প্রবৃত্তি-পূজা থেকে বেরিয়ে নিজেকে সঠিক পথের দিশারী বানানো আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশাল এক পরীক্ষা। অনুরূপ মানুষ ও জিনদের মধ্যে যারা সদা অন্যায়ের পথে ডাকছে ,তারা সঠিক পথের অনুসন্ধিৎসুদের জন্য বড় পরীক্ষা। তাদের ডাকে সাড়া না দিয়ে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ডাকে সাড়া দেওয়া মুমিনের জন্য এক অগ্নিপরীক্ষা। তাছাড়া পার্থিব বিপদাপদ ও কষ্টক্লেশের মাধ্যমেও আল্লাহ তাআলা পরীক্ষা করে থাকেন। একজন মুমিনকে তার জীবনে এসব পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হবে। এর দ্বারা আল্লাহ তাআলা পরীক্ষা করতে চান। কে সবচে উত্তম আমলকারী আর কে নয়। এ পৃথিবীতে শুধু সাধারণ মানুষ নয়, বরং আল্লাহ তাআলার সবচে প্রিয় বান্দাগণও এ পৃথিবীতে কঠিন কঠিন পরীক্ষার মুখোমুখি হয়েছেন। তবে তারা ধৈর্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে আল্লাহ তাআলার মনোনীত ও সবচে প্রিয় বান্দারূপে নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছেন। অনুরূপ যুগে যুগে নবী-রাসূলগণ ছাড়াও আল্লাহ তাআলার বিশেষ বান্দাগণও বিপদের মুখে পড়ে ধৈর্যের

পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছেন। তাঁরা আল্লাহ তাআলার মনোনীত ও বিশেষ বান্দা হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছেন। উক্ত সফলতা ও সৌভাগ্য অর্জনের ক্ষেত্রে ধৈর্যের রয়েছে অসাধারণ প্রভাব। এজন্য কুরআন মাজীদ মানুষকে সবর অবলম্বন করার প্রতি উৎসাহ দিয়েছে। নানাভাবে মানুষকে ধৈর্যের চর্চা করার আহ্বান জানিয়েছে। এবং এর বহুবিধ উপকারিতা ও ফায়দার কথা তুলে ধরেছে।

শরীয়তের পরিভাষায় অন্তরকে অস্থির হওয়া, জিহবা কে অভিযোগ করা এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে গাল চাপড়ানো ও বুকের কাপড় ছেড়া থেকে বিরত রাখাকে সবর বলা হয়। কেউ কেউ বলেন ,এটি হলো মানুষের অভ্যন্তরীণ উত্তম স্বভাব, যার মাধ্যমে সে অসুন্দর ও অনুপম কাছ থেকে বিরত থাকে। এটি মানুষের এমন এক আর্থিক শক্তি যা দিয়ে সে নিজেকে সুস্থ ও সুরক্ষিত রাখতে সক্ষম হয়।

জুনায়েদ বাগদাদি রহঃ এর কাছে সবর সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন ,,"হাসিমুখে তিক্ততার ঢোক গেলা"

জুন্নুন মিসরী রহঃ এর মতে, "আল্লাহর বিরুদ্ধাচারণ থেকে দূরে অবস্থান করা বিপদের সময় শান্ত থাকা এবং জীবন পরিচালনার ক্ষেত্রে দারিদ্রতার কষাঘাত সত্য ও অমুখাপেক্ষিতা প্রকাশ করা"

কেউ বলেন সবর হল, "সুন্দরভাবে বিপদ মোকাবেলা করা"

আবার কারো মতে সবর হল, "বিপদকালে অভিযোগ অনুযোগ না করে অমুখাপেক্ষিতা প্রকাশ করা"

এক বুজুর্গ জনৈক ব্যক্তিকে অন্যের কাছে তার সমস্যা নিয়ে অনুযোগ করতে শুনলেন। তিনি বললেন, "হে ভাই যে দয়া করে না তুমি তার কাছে দয়া কারীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছ। এর অধিক কিছু করনি"

আল্লাহপাক সবরকে এমন এক যন্ত্র বানিয়েছেন যা কখনো ব্যর্থ হয় না, এমন তীর বানিয়েছেন যা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় না ,এমন বিজয়ী সৈনিক বানিয়েছেন যে কখনো পরাজয় বরণ করেনা, এমন সুরক্ষিত কিল্লা বানিয়েছেন যা কখনো ধ্বংস হয় না । এই সবর আর বিজয় দুই সহোদরের ন্যায়।মানুষ তার ইহকাল ও পরকালের বিষয়ে সবরের মতো এমন কোন অস্ত্রে সজ্জিত হয় না, যা তার শয়তানকে নিশ্চিতভাবে হারিয়ে দেয়। সেই বান্দার কোন শক্তি নেই যার গুণাবলীর মধ্যে সবর নেই ।যেই বান্দা সবরকারী নয় সে বিজয় ছিনিয়ে আনতে পারে না ,এজন্য আল্লাহ কুরআনে পাকে এরশাদ করেছেন _

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱصْبِرُوا۟ وَصَابِرُوا۟ وَرَابِطُوا۟ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“হে মুমিনগণ, তোমরা ধৈর্য ধরো ও অবিচল থাকো এবং পাহারায় নিয়োজিত থাক।আর আল্লাহকে ভয় কর, যাতে তোমরা সফল হও।” (সূরা আল ইমরান আয়াত ২০০)

এই সবর মুমিনের জন্য তার ভাইয়ের ন্যায়। আপন ভাই অনেক সময় রাগ করে ছেড়ে যায়, অথচ বিপদের সময় সেই সবার আগে এগিয়ে আসে ।এইসব ঈমানের শাখা সদৃশ্য । শাখা না থাকলে ঈমানের অস্তিত্ব হুমকির সম্মুখীন হবে। সবর ব্যতীত যদি ঈমান থাকে, তাহলে সেটা বড় দুর্বল ঈমান। এমন ঈমানদার আল্লাহর ইবাদত করে দ্বিধা ও সংশয়ের সঙ্গে আল্লাহপাক কুরআনে পাকে এদের চরিত্র সুন্দর করে ফুটিয়ে তুলেছেন। তিনি বলেন -

وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَعْبُدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ ۖ فَإِنْ أَصَابَهُۥ خَيْرٌ ٱطْمَأَنَّ بِهِۦ ۖ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ ٱنقَلَبَ عَلَىٰ وَجْهِهِۦ خَسِرَ ٱلدُّنْيَا وَٱلْءَاخِرَةَ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ ٱلْخُسْرَانُ ٱلْمُبِينُ

মানুষের মধ্যে কত কেমন রয়েছে যারা দ্বিধার সাথে আল্লাহর ইবাদত করে। যদি তার কোন কল্যাণ হয় তবে সে তাতে প্রশান্ত হয়, আর যদি তার কোন বিপর্যয়

ঘটে ,তাহলে সে তার আসল চেহারায় ফিরে যায়। সে দুনিয়া ও আখেরাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয় ।এটি হলো সুস্পষ্ট ক্ষতি। (সূরা হজ্জ আয়াত ১১)

এই ব্যক্তি আসলে সবর হারিয়ে শুধু তার দুর্ভাগ্য কামাই করে যাবে। অপরদিকে যে সবর করে, বিপদে ধৈর্য ধারণ করে, সে ভাগ্যবান।দুনিয়াতে যারা সৌভাগ্যবান তারা কিন্তু সবরের গুনেই ভাগ্যবান। এরা দুঃসময় এলে সবর করে, আর সুসময় এলে আল্লাহ পাকের শুকরিয়া আদায় করে। এভাবে তারা বেহেস্তের নেয়ামতের অধিকারী হয় ।সত্যিই এরা সৌভাগ্যবান আল্লাহপাক বলেন,

তোমরা তোমাদের রবের পক্ষ থেকে ক্ষমা ও সেই জান্নাতের দিকে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হও যার প্রশস্ততা আসমান ও জমিনের প্রসুস্থতার মত প্রস্তুত করা হয়েছে যারা আল্লাহ ও রাসূলদের প্রতি ঈমান আনে তাদের জন্য এটা আল্লাহর অনুগ্রহ তিনি যাকে ইচ্ছা তা দান করেন আর আল্লাহ মহা অনুগ্রহশীল।

সবর শব্দের অর্থ ও বিশ্লেষণ

কুরআন মাজীদে সবর শব্দটি বিভিন্নরূপে প্রায় নব্বই জায়গায় ব্যবহৃত হয়েছে। যেমনটা ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রাহ. (মৃত্যু : ২৪১ হি.) থেকে বর্ণিত রয়েছে। তার মধ্যে বাষট্টি জায়গায় সবরের আদেশসূচক ব্যবহার এসেছে। [দ্র. উদ্দাতুস্ সাবিরীন, ইবনুল কায়্যিম রাহ., পৃ. ৭১, যদিও ইবনে আশুর রাহ. (মৃত্যু : ১৩৯৩ হি.) তাঁর বিখ্যাত কিতাব ‘আততাহরীর ওয়াততানবীর’ কিতাবে বলেছেন, কুরআন মাজীদে সবর শব্দটি সত্তর বারেরও বেশি ব্যবহৃত হয়েছে। আততাহরীর ওয়াততানবীর ১/৪৭৮]

যাহোক সবর শব্দটি যে কুরআন মাজীদে অনেক জায়গায় উল্লেখিত হয়েছে, সেটা উপরের কথা থেকে স্পষ্ট। এ থেকে বোঝা যায় সবর মুমিনের জীবনে এক অনিবার্য বাস্তবতা। অবশ্য-অর্জনীয় এক বিষয়।

কুরআন মাজীদে صبر শব্দটি বিভিন্নরূপে ব্যবহৃত হয়েছে। এর মূল অর্থ হল, নিজেকে সংকট, অপছন্দনীয় অবস্থা ও পরিস্থিতিতে সুনিয়ন্ত্রিত রাখা, হক ও নীতির ওপর অটল অবিচল রাখা। যদিও সবজায়গায় আভিধানিক অর্থের প্রভাব রয়েছে। কিন্তু শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে এর বিভিন্ন অর্থ রয়েছে। আল্লামা রাগেব আস্ফাহানী রাহ. (মৃত্যু : ৫০২ হি.) তার বিখ্যাত গ্রন্থ 'আলমুফরাদাত ফী গারীবিল কুরআন'-এ صبر -এর অর্থ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলেন

والصبر حبس النفس على ما يقتضيه العقل والشرع، أو عما يقتضيان حبسها عنه.

বিবেক-বুদ্ধি ও শরীয়ত যা করতে দাবি জানায়, নিজেকে তাতে নিয়োজিত করা আর যা থেকে দূরে থাকার দাবি জানায়, তা থেকে নিজেকে দূরে রাখা। আলমুফরাদাত ফী গারীবিল কুরআন, পৃ. ২৭৩

নিচে صبر শব্দটির শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে মৌলিক কিছু ব্যবহার তুলে ধরা হল।

এক. বিপদাপদে নিজেকে স্থির রাখা ও আল্লাহ তাআলার ফায়সালার প্রতি সন্তুষ্ট থাকা। যেমন আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন।

وَ لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَ الْجُوْعِ وَ نَقْصٍ مِّنَ الْاَمْوَالِ وَ الْاَنْفُسِ وَ الثَّمَرٰتِ وَ بَشِّرِ الصّٰبِرِيْنَ،الَّذِيْنَ اِذَاۤ اَصَابَتْهُمْ مُّصِيْبَةٌ قَالُوْۤا اِنَّا لِلهِ وَ اِنَّاۤ اِلَيْهِ رٰجِعُوْن.

আর আমি অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করব।(কখনো) কিছুটা ভয়-ভীতি দ্বারা, (কখনো) ক্ষুধা দ্বারা এবং (কখনো) জান-মাল ও ফল-ফসলের ক্ষয়ক্ষতি দ্বারা। সুসংবাদ শোনাও তাদেরকে, যারা (এরূপ অবস্থায়) সবরের পরিচয় দেয়। যারা তাদের কোনো মুসিবত দেখা দিলে বলে ওঠে, আমরা সকলে আল্লাহরই এবং আমাদেরকে তাঁর কাছেই ফিরে যেতে হবে। Ñসূরা বাকারা (২) : ১৫৫-১৫৬

দুই. প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে গিয়ে গোনাহ ও অন্যায় থেকে নিজেকে দূরে রাখা এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান, তাঁর ইবাদাত-বন্দেগী ও দ্বীনের যাবতীয় বিধি-বিধান পালনে সদা তৎপর থাকা। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اصْبِرُوْا وَ صَابِرُوْا وَ رَابِطُوْا وَ اتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْن.

হে মু্মিনগণ! সবর অবলম্বন কর, মোকাবেলার সময় অবিচলতা প্রদর্শন কর এবং সীমান্ত রক্ষায় স্থিত থাক। আর আল্লাহকে ভয় করে চল, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার। সূরা আলে ইমরান (৩) : ২০০

এখানে সবর শব্দটি অনেক ব্যাপক। এর অনেক শাখা-প্রশাখা রয়েছে। যথা আল্লাহ তাআলার আনুগত্যে অবিচলতা প্রদর্শন করা, গোনাহ থেকে বেঁচে থাকার জন্য মনের ইচ্ছা ও চাহিদাকে দমন করা এবং কষ্ট-ক্লেশ সহ্য করা। এখানে এই তিন প্রকার সবরই উদ্দেশ্য হতে পারে। (তাওযীহুল কুরআন, পৃ. ১৮৫)

তিন. জিহাদের ময়দানে শত্রুর মোকাবেলায় দৃঢ়পদ থাকা। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন

وَ لَمَّا بَرَزُوْا لِجَالُوْتَ وَ جُنُوْدِهٖ قَالُوْا رَبَّنَاۤ اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَّ ثَبِّتْ اَقْدَامَنَا وَ انْصُرْنَا عَلَي الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْن.

তারা যখন জালূত ও তার সৈন্যদের মুখোমুখি হল তখন তারা বলল, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে সবর দান কর এবং আমাদেরকে অবিচল-পদ রাখ। এবং কাফের সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য ও বিজয় দান কর। সূরা বাকারা (২) : ২৫০

চার. যালেম ও অত্যাচারীদের যুলুম নির্যাতন সহ্য করা।

وَ لَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوْا عَلٰي مَا كُذِّبُوْا وَ اُوْذُوْا حَتّٰي اَتٰىهُمْ نَصْرُنَا وَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمٰتِ اللهِ وَ لَقَدْ جَآءَكَ مِنْ نَّبَاِي الْمُرْسَلِيْنَ.

বস্তুত তোমাদের পূর্বে বহু রাসূলকে মিথ্যাবাদী বলা হয়েছিল। কিন্তু তাদেরকে যে মিথ্যাবাদী বলা হয়েছে এবং কষ্ট দেওয়া হয়েছে তাতে তারা ধৈর্য ধারণ করেছিল; যে পর্যন্ত না তাদের কাছে আমার সাহায্য পৌঁছেছে। এমন কেউ নেই, যে আল্লাহর কথা পরিবর্তন করতে পারে। (পূর্ববর্তী) রাসূলগণের কিছু ঘটনা তোমার কাছে তো পৌঁছেছেই। সূরা আনআম (৭) : ৩৪

এখানে শারীরিক ও মানসিক দুই ধরনের কষ্টই উদ্দেশ্য হতে পারে।

সবরের প্রকারভেদ

সবর তিন প্রকার

প্রথম আল্লাহপাকের আদেশ নির্দেশ পালন ও ইবাদত বন্দেগী সম্পাদন করতে গিয়ে সবর করা।

দ্বিতীয় আল্লাহ পাকের নিষেধ এবং তার বিরুদ্ধে চরণ থেকে বিরত থাকার ক্ষেত্রে অবিচল থাকা।

তৃতীয় তাকদীরের ভালো-মন্দে অসন্তুষ্ট না হয়ে সবর করা।

এই তিন প্রকার সবর সম্পর্কে শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ফুতুহুল গায়েব কিতাবে বলেন, একজন বান্দাকে অবশ্যই তিনটি বিষয়ে সবর ও সংযমের পরিচয় দিতে হবে কিছু আদেশ পালনে কিছু নিষেধ থেকে বিরত থাকাই এবং ভাগ্যের উপর।

পবিত্র কালামুল্লাহ শরীফে বর্ণিত লোকমান আলাইহি সালামের বিখ্যাত উপদেশ এবং এ তিন বিষয়ের কথা বিবৃত হয়েছে ইরশাদ হয়েছে

হে আমার প্রিয় বর্ষ নামাজ কায়েম কর সৎ কাজের আদেশ দাও অসৎ কাজে নিষেধ কর এবং তোমার উপর যে বিপদ আসে তাতে ধৈর্য ধরো নিশ্চয়ই এগুলো অন্যতম সংকল্পের কাজ।

লোকমান আলাইহিস সালাম যে সৎ কাজের আদেশ দাও বলেছেন তার মধ্যে, নিজে সৎ কাজ করা এবং অন্যকে সৎ কাজের উপদেশ দেওয়া, উভয়টি অন্তর্ভুক্ত তেমনি অসৎ কাজে নিষেধ করার মধ্যেও উভয়টি রয়েছে এখানে সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ শব্দ দুটি আমাদের এমন ধারণা দেয় এছাড়া শরীয়তের দৃষ্টিতেও সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ বাস্তবায়িত হয় না যতক্ষণ না আগে নিজে তা পালন করা হয় বলেন।

বুদ্ধিমানরা শুধু উপদেশ গ্রহণ করে। যারা তাদের রবের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে সবর করে, নামাজ কায়েম করে এবং আমি তাদের যে রিজিক প্রদান করেছি, তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে এবং ভালো কাজের মাধ্যমে মন্দকে দূর করে, তাদের জন্য রয়েছে আখেরাতের শুভ পরিণাম। আর আল্লাহ যে সম্পর্ক অটুট রাখার নির্দেশ দিয়েছে,ন যারা তা অটুট রাখে এবং তাদের রব কে ভয় করে, আর মন্দ হিসেবে আশঙ্কা করে।যারা আল্লাহর অঙ্গীকার পূর্ণ করে এবং প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে না।

আসল ধৈর্য

প্রকৃত ধৈর্য বলা হয় -যা কোন অভিঘাত, দুঃখ, দুর্দশার শুরু থেকেই গ্রহণ করা হয়। নবী করীম (সা.) বলেন-

إِنَّمَا الصَّبر عِندَ الصّدمۃ الأولی
অনুবাদ: নিশ্চয় ধৈর্য যা আঘাতের প্রারম্ভেই নেওয়া হয়।

- বুখারী, হাদীস নং ১৩০২; মুসলিম, হাদীস নং ৯২৬

কাফের ও মুশরিকদের নিশংসতার উপর ধৈর্যধারণের হুকুম

আল্লাহ তায়ালা কুরআন শরীফে ইরশাদ করেন:

لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُواْ أَذًى كَثِيراً وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الأُمُور[٩]

অনুবাদ: অবশ্য ধন-সম্পদে এবং জনসম্পদে তোমাদের পরীক্ষা হবে এবং অবশ্য তোমরা শুনবে পূর্ববর্তী আহলে কিতাবদের কাছে এবং মুশরেকদের কাছে বহু অশোভন উক্তি। আর যদি তোমরা ধৈর্য ধারণ কর এবং পরহেযগারী অবলম্বন কর, তবে তা হবে একান্ত সৎসাহসের ব্যাপার।

- সূরা আলে ইমরান, আয়াত - ১৮৫

এখানে স্মরণ রাখতে হবে যে, ধৈর্যের অর্থ এই নয়-কাফের, মুশরিকের দুঃখকষ্ট, দুর্ভোগ, নিপীড়ন ও হিংসা সর্বদা সহ্য করা হবে বরং তাদেরকে ইসলামের দিকে দাওয়াত দিতে হবে, তাদের কাছে সত্যকে স্পষ্ট করতে হবে তবে যদি তারা

অমান্য করে বা আল্লাহ বা আল্লাহর রসূলের সাথে ঔদার্যতা প্রদর্শন করে,মুসলমানদের এলাকায় আক্রমণ করে জান,মাল ও সম্মানের ক্ষতি করে তাহলে উচিত হলো যথাসম্ভব প্রতিহত করা। এমতাস্থায় জিহাদ করার আদেশ রয়েছে।

সৎ কাজ করা ও অসৎ কাজ করার ক্ষেত্রে যেই কষ্টের সম্মুখীন হতে হয়, সেক্ষেত্রে ধৈর্য ধরার জন্য আল্লাহ কুরআনে উল্লেখ করেন:

يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ

অনুবাদ: হে বৎস, নামায কায়েম কর, সৎকাজে আদেশ দাও, মন্দকাজে নিষেধ কর এবং বিপদাপদে সবর কর। নিশ্চয় এটা সাহসিকতার কাজ।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনসার (আঃ) কে বলেছিলেন যে তিনি সর্বদা ধৈর্য ধরতে হবে এবং একই সাথে তাকে এই মহান নেকী অর্জন করার উপায় শিখিয়েছিলেন।

হাদীস শরীফে এসেছে:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ إِنَّ نَاسًا مِنْ الأَنْصَارِ سَأَلُوا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَأَعْطَاهُمْ ثُمَّ سَأَلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ ثُمَّ سَأَلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ حَتَّى نَفِدَ مَا عِنْدَهُ فَقَالَ مَا يَكُونُ عِنْدِي مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ أَدَّخِرَهُ عَنْكُمْ وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللهُ وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللهُ وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللهُ وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنْ الصَّبْرِ[৮]

অনুবাদ: আবূ সা‘ঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, কিছু সংখ্যক আনসারী সাহাবী আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর নিকট কিছু চাইলে তিনি তাঁদের দিলেন, পুনরায় তাঁরা চাইলে তিনি তাঁদের দিলেন। এমনকি তাঁর নিকট যা ছিল সবই শেষ হয়ে গেল। এরপর তিনি বললেনঃ আমার নিকট যে মাল

থাকে তা তোমাদের না দিয়ে আমার নিকট জমা রাখি না। তবে যে চাওয়া হতে বিরত থাকে, আল্লাহ তাকে বাঁচিয়ে রাখেন আর যে পরমুখাপেক্ষী না হয়, আল্লাহ তাকে অভাবমুক্ত রাখেন। যে ব্যক্তি ধৈর্য ধারণ করে, আল্লাহ তাকে সবর দান করেন। সবরের চেয়ে উত্তম ও ব্যাপক কোন নি'আমত কাউকে দেয়া হয়নি।

-বুখারী,হাদীস নং-৬৪৭০, মুসলিম, হাদীস নং-১০৫৩, মুসনাদে আহমাদ হাদীস নং-১১৮৯০।

আল্লাহ তায়ালা তার সাহায্য প্রাপ্তির উপায় হিসাবে ধৈর্যকে ঘোষণা করেছেন:

وَاسْتَعِينُواْ بِالصَّبْرِ وَالصَّلاَةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلاَّ عَلَى الْخَاشِعِين[৯] َ

অনুবাদ: ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য লাভ কর। সালাতকে অবশ্যই কঠিন মনে হয়, কিন্তু তাদের পক্ষে (কঠিন) নয়, যারা খুশূ'(অর্থাৎ ধ্যান ও বিনয়)-এর সাথে পড়ে।

-সূরা বাকারা, আয়াত-৪৫

সবরের সহায়ক উপাদান সমূহ

১.দুনিয়া হচ্ছে পরীক্ষাগার এখানে শান্তির আশা করা কাম্য নয়।

২.বিপদ আসাটা যে স্বাভাবিক বিষয় তা জানতে হবে।

৩.উপস্থিত বিপদের চেয়ে বড় ধরনের বিপদ আসতে পারতো তা চিন্তা করে অন্তরে প্রশান্তি অনুভব করা।

৪.যারা বিপদে পড়েছে তাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করা ।এতে করে অপরের মাধ্যমে সান্তনা লাভ করা যায়। অন্তর প্রশান্তি লাভ করে।

৫. স্বীয় বিপদের চেয়ে বড় বিপদে আক্রান্ত লোকদের প্রতি দৃষ্টিপাত করা এতে করে নিজেকে অনেক হালকা মনে হবে ।

৬.মুসিবতের পর সুখের আগমন ঘটে এ কথা মনে লালন করা।এতে কষ্ট অনেকটা কমে যায়, যেমন মায়ের প্রসব বেদনার পর সন্তান জন্ম দেওয়া।

৭.সবরকারীদের জন্য যে সওয়াব ও মর্যাদা রয়েছে তা সবরের মাধ্যমে আশা করা ।

৮.বান্দা মনে করবে যে, তার বিষয়ে আল্লাহ পাকের ফয়সালাতে কল্যাণ নিহিত রয়েছে।

৯. নিজকে একজন গোলাম মনে করতে হবে। আর নিজের ব্যাপারে গোলামের কোন কর্তৃত্ব থাকে না।

১০. বিপদ মালিকের ইচ্ছায় আপতিত হয় এটা বিশ্বাস করা ।আর বান্দার উচিত আল্লাহর সিদ্ধান্তে রাজি খুশি।

১১.অস্থিরতা , উৎকন্ঠার সময় নিজেকে তিরস্কৃত করা। বিপদ সকলের জন্য অত্যাবশক। আর আবশ্যকীয় বিষয়ে অধৈর্য হওয়ার কি আছে??

১২.বিপদ আসে সীমিত সময়ের জন্য ।নির্দিষ্ট সময়সীমা পার হয়ে গেলে তা চলে যায় ।কাজেই মনে করতে হবে বিপদ যেন ঘটেইনি।

অর্থাৎ এই বিষয়ে মনে রাখতে হবে যে বিপদাপদের সম্মুখীন যখনই হই না কেন ,তখন মনে করব যে যিনি তা নির্ধারণ করেছেন, তিনি সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাবান, তিনি অযথা কোনো কাজ করবেন না। অনর্থক কোনো কাজ মানবের উপরে চাপিয়ে দিবেন না। আল্লাহ পাক দয়াশীল ।তার দয়া প্রত্যেক মানব জীবনের পরতে পরতে ছড়িয়ে রয়েছে ।তিনি বান্দাকে অনুগ্রহ দান করেন ।বান্দাকে শোকর আদায়ের তৌফিক দেন। সুখ-দুঃখের চেষ্টা সমূহের উপর আল্লাহর রহমত অগ্রগামী। আর সবকিছু তার রহমতের পশ্চাতে পড়ে থাকে। তিনি বিপদকে করেছেন গুনাহ বিমোচনকারী। বানিয়েছেন নেক ও মর্যাদা বৃদ্ধির কারণ।

সূত্র আস- সবরু ওয়া আসারুহ, পৃষ্ঠা নং ৮

বিপদের কথা গোপন রাখা

বিপদাপদের কথা গোপন রাখা এবং তা অন্যদের অবহিত না করার ব্যাপারে সুন্দর নির্দেশনা রয়েছে ।নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন,বিপদ আপদ রোগ ব্যাধি ও সদকার কথা গোপন রাখা নেক আমলের অন্তর্ভুক্ত। (শুয়াবুল ঈমান হাদিস নং ৯৫৭৪)

আল্লাহ পাকের গোপন নেয়ামতের একটি হচ্ছে বিপদ-আপদ গোপন রাখা। এটি সন্তুষ্টির গোপন রহস্য এবং অস্থিরতা না থাকার প্রমাণ।

আহনাফ রহঃ প্রায় 40 বছর যাবৎ আমি চোখে দেখিনি অথচ আমি এ ব্যাপারে কারো সাথে আলোচনা করিনি। (মুখতাসারু মিনহাজিল কাসিদিন পৃষ্ঠা নং ২৯৯)

আতা রহঃ এর এক চোখে পানি জমে প্রায় 20 বছর অতিবাহিত হল অথচ তার পরিবারে কেউ তা জানতে পারেনি ।(তাসলিয়াতুল আহলিল মাসায়িব পৃষ্ঠা নং ২২৬)

আল্লাহপাক তার প্রতি রহম করুন। বিপদাপদের ব্যাপারে আমাদের এতসব অভিযোগ যদি তিনি শুনতেন ,তাহলে তিনি খুব অবাক হতেন বরং আমাদের কিছু লোক রয়েছে যাদেরকে সাধারণ অবস্থায় এবং সুস্থতার বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হলে, তারা নানা অভিযোগ তোলা আরম্ভ করে দেয় নিজেদের অবস্থার প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করে ।নিজের বিভিন্ন রোগ ব্যাধি এবং পরিবারের অন্য সদস্যদের নিয়েও আলোচনা করতে থাকে, তার কথা শুনে মনে হবে লোকটির জীবনে কোন কল্যাণ আসেনি।আল্লাহর শপথ, সে যদি সন্তুষ্টির দৃষ্টিতে নিজের জীবনের দিকে তাকাতেও তবে সর্বদিক দিয়ে নিজেকে কল্যাণ দ্বারা পরিবেষ্টিত দেখতে পেত। সে দেখতে পেত ,তাকে আল্লাহ পাকের অসংখ্য নিয়ামত পরিবর্তন করে রেখেছে। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন—বিপদ-আপদ ও রোগ ব্যাধির

কথা গোপন রাখা নেক আমলের অন্তর্ভুক্ত। আর যে ব্যক্তি বিপদের কথা প্রকাশ করল সে ধৈর্যধারণ করল না। (শুয়াবুল ঈমান হাদিস নং ৯৫৭৪)

ইউনুস বিন জাইদ রহঃ রাবিয়া বিন আবু আব্দুর রহমানকে জিজ্ঞাসা করলেন, সবরের সর্বোচ্চ স্তর কী? তিনি উত্তর দিলেন ,বান্দার বিপদাপন্ন অবস্থা ও বিপদমুক্ত অবস্থা এক হওয়া।

বকর বিন আব্দুল্লাহ আল মুজানি রহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন, সালফে সালেহীনদের যুগে বলা হতো বিপদে পড়ার পর ঘরে বসে থাকা ধৈর্যহীনতার পরিচয়।

খালি বিন আবু ওসমান বলেন, সাঈদ বিন জুবায়ের রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন ,আমার সন্তানদের ইন্তেকালে আমাকে সান্ত্বনা দিতে এলেন। আমি মাথা ঢেকে তাওয়াফ করছি এই দৃশ্য দেখে তিনি বললেন, এভাবে বিনয়ী হয়ে পড়া ধৈর্যহীনতার পরিচায়ক।

অন্তরে দুঃখ পাওয়া ধৈর্যহীনতার পরিচয় নয় ধৈর্যহীনতা হল অসংলগ্ন মন্তব্য করা এবং আল্লাহর ফয়সালার প্রতি এনেতে বাচক ধারণা পোষণ করা।।

বিপদের সময় পূর্বসূরীদের সবরের স্বল্প কিছু ঘটনা

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ফুফুর ধৈর্য

ওহুদ যুদ্ধে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন আপন চাচা হামজা রাদিঃএর লাশ দেখতে পেলেন, তার লাশ বিকৃত করা হয়েছে, তার কলিজা বের করে ফেলা হয়েছে ,চক্ষু উপরে ফেলা হয়েছে এবং কান কেটে ফেলা হয়েছে আর হিন্দা তার কর্তৃত অঙ্গ দিয়ে মালা বানিয়ে পরিধান করেছে। তখন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত মর্মাহত হলেন।তার চোখ থেকে অশ্রু গড়িয়ে পড়তে আরম্ভ করল। তিনি সাহাবায়ে কেরামকে বললেন, আমার ফুফু যেন আপন ভাইয়ের লাশ দেখতে না পারে।

রসুলের ফুফু অন্যান্য মহিলাদের সাথে হামজার রাদিঃ এর লাশ দেখতে এলেন, সাহাবায়ে কেরাম রাদিঃ তাকে জানালেন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনাকে লাশ দেখতে বারণ করেছেন, তিনি নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কেন আমার ভাইয়ের লাশ দেখতে বারণ করেছেন?নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ,তার লাশ দেখে আপনি বরদাস্ত করতে পারবেন না, তাই বারণ করেছি, তখন তিনি বললেন, আমি তো আমার ভাইয়ের লাশ দেখে ক্রন্দন করতে আসিনি। আমি এসেছি আমার ভাইকে শাহাদাত বরণের মোবারকবাদ জানাতে। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার এরূপ সাহসিকতার কথা শুনে লাশ দেখার এজাজত দিলেন।

হযরত গাঙ্গুলী রহঃ এর ঘটনা

হযরত গাঙ্গুলী রহঃ এর ছেলের ইন্তেকাল ঘটে ।লোকেরা তাকে সান্ত্বনা দিতে এসে চুপ করে বসে থাকলো। তারা ভেবে পেল না কি বলবে ?অনেকক্ষণ পর একজন সাহস করে বলল, হযরতের অনেক কষ্ট হয়েছে ।তিনি বললেন, এটা তো আমি জানি ,বলার কি প্রয়োজন ছিল ? তখন পুরো মজমা আবার চুপ হয়ে গেল ।লোকেরা চলে যেতে লাগলো।

হযরত হাজী এমদাদুল্লাহ রহঃ এর মৃত্যুতে হযরত গাঙ্গুলী রহঃ এত ব্যথিত হলেন যে ,খাওয়া-দাওয়া ছেড়ে দিয়েছিলেন ।কিন্তু কেউ কিছু বলার সাহস করছিল না ।হযরত থানভী রহঃ বলেন ,আমি সেসময় ওখানে উপস্থিত ছিলাম। আমি ভেবে পাচ্ছিলাম না কি বলবো। অবশেষে চুপ করে বসে থাকি। কিন্তু এত কষ্ট পাওয়া সত্ত্বেও হযরত গাঙ্গুলী রহঃ এর আমলে কোন পরিবর্তন আসেনি। নফল আমল পূর্বের ন্যায় যথারীতি চলতে লাগল। এটি আল্লাহর সাথে ধীরো সম্পর্কের নিদর্শন।

হযরত মালেক ইবনে দীনার রহঃ ধৈর্য

একদা হযরত মালেক ইবনে দীনার বসবাস করার জন্য একটি বাড়ি ভাড়া করলেন ।তার ঘরের পাশে ছিল এক ইহুদির ঘর। সে উঠনে পায়খানা বানালো এবং মলমূত্র এনে উঠনে ফেলত ।দীর্ঘদিন ধরে তিনি প্রতিবেশীর এই অত্যাচার বরদাস্ত করে যাচ্ছিলেন ,কখনো কারো নিকট বলেননি, একদিন সেই ইহুদী হযরত মালেক এর নিকট এসে বলল, আমার পায়খানা ধরুন আপনার কোন ধরনের কষ্ট হয় কি? হযরত মালেক বললেন হয়, তবে আমি একটি গামলা ও ঝাড়ু রেখেছি। প্রতিদিন এটি দ্বারা ঘরের উঠোন ধুয়ে পরিষ্কার করে ফেলি। ইহুদি বলল ,আচ্ছা আপনি এতদিন ধরে আমার এই ব্যবহারে কোন প্রতিবাদ না জানিয়ে কেন কষ্ট সহ্য করলেন?

হযরত মালেক বললেন আল্লাহ পাক বলেছেন, “রাগ হজম করা আল্লাহ পাকের আদেশ, তিনি ক্রোধ হজমকারীদের কে ভালবাসেন”

ইহুদি বলল আচ্ছা, এটা কতই না সুন্দর ও উত্তম। আল্লাহ প্রেমিকগণ এভাবে শত্রুর অত্যাচার বরদাস্ত করেন। তারা আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নিকট তা প্রকাশ করেন না বরং তা অবলীলায় বরদাস্ত করে থাকেন। এই বলে ইহুদি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করল।

আলকুরআনে ধৈর্যের আদেশের তাৎপর্য

এ পৃথিবী যেহেতু পরীক্ষাক্ষেত্র। তাই নানাভাবে মানুষের জীবনে বিভিন্নমুখী পরীক্ষা আসবে। নানারকম বিপদাপদ আসবে। তাকে এ পরীক্ষায় ও বিপদাপদে ধৈর্য ধারণ করতে হবে। সেই কঠিন বিপদাপদে তাকে উত্তীর্ণ হতে হবে। তাই আল্লাহ তাআলা মানুষকে কুরআন মাজীদের নানা জায়গায় ধৈর্য ধারণের নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি তাঁর প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ বিষয়ে নির্দেশ দিয়ে বলেন।

فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَ لَا تَسْتَعْجِلْ لَّهُمْ كَاَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوْعَدُوْنَ لَمْ يَلْبَثُوْٓا اِلَّا سَاعَةً مِّنْ نَّهَارٍ بَلٰغٌ فَهَلْ يُهْلَكُ اِلَّا الْقَوْمُ الْفٰسِقُوْنَ.

(সুতরাং হে রাসূল!) তুমি সবর অবলম্বন কর, যেমন সবর অবলম্বন করেছিল দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ রাসূলগণ এবং তুমি তাদের (অর্থাৎ কাফেরদের) বিষয়ে তাড়াহুড়া করো না। তাদেরকে যে বিষয়ে সতর্ক করা হচ্ছে, যেদিন তারা তা দেখবে, সেদিন (তাদের মনে হবে) তারা যেন (দুনিয়ায়) দিনের এক মুহূর্তের বেশি অবস্থান করেনি। এটাই সেই বার্তা, যা পৌঁছিয়ে দেওয়া হল। অতঃপর ধ্বংস তো হবে কেবল এমন সব লোক, যারা অবাধ্য।সূরা আহকাফ (৪৬) : ৩৫

তিনি মুমিনদেরকে নির্দেশ দিয়ে বলেন।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اصْبِرُوْا وَ صَابِرُوْا وَ رَابِطُوْا وَ اتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ.

হে মুমিনগণ! সবর অবলম্বন কর, মোকাবেলার সময় অবিচলতা প্রদর্শন কর এবং সীমান্ত রক্ষায় স্থিত থাক। আর আল্লাহকে ভয় করে চল, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার। সূরা আলে ইমরান (৩) : ২০০

বিপদাপদে ধৈর্য ধারণকারীদেরকে আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য করার ঘোষণা করা হয়েছে। তিনি ইরশাদ করেন।

يَآيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَ الصَّلٰوةِ اِنَّ اللهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ.

হে মুমিনগণ! সবর ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ সবরকারীদের সঙ্গে আছেন। সূরা বাকারা (২) : ১৫৩

ধৈর্য ধারণকারীদেরকে বিপদ থেকে উদ্ধারের ঘোষণা

যারা ধৈর্য ধারণ করে, তাদেরকে আল্লাহ তাআলা বিপদ থেকে উদ্ধার করেন। জটিল থেকে জটিল অবস্থায় সহজ পথ দেখান। এবং জীবনের নানা ধাপে তাদেরকে সফলতা দান করেন। তিনি ইরশাদ করেন।

الَّذِيْنَ اِذَآ اَصَابَتْهُمْ مُّصِيْبَةٌ قَالُوْٓا اِنَّا لِلهِ وَ اِنَّآ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ، اُولٰٓئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوٰتٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَ رَحْمَةٌ وَ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُوْنَ.

যারা তাদের কোনো মুসিবত দেখা দিলে বলে ওঠে, আমরা সকলে আল্লাহরই জন্য এবং আমাদেরকে তাঁরই কাছে ফিরে যেতে হবে। এরাই তারা, যাদের প্রতি তাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে বিশেষ করুণা ও দয়া রয়েছে এবং এরাই আছে হেদায়েতের ওপর। সূরা বাকারা (২) : ১৫৬-১৫৭

তিনি আরো বলেন।

قَالَ مُوْسٰي لِقَوْمِهِ اسْتَعِيْنُوْا بِاللهِ وَ اصْبِرُوْا اِنَّ الْاَرْضَ لِلهِ يُوْرِثُهَا مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ وَ الْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْن..

মূসা নিজ সম্প্রদায়কে বলল, আল্লাহর কাছে সাহায্য চাও ও ধৈর্য ধারণ কর। বিশ্বাস রাখ, যমীন আল্লাহর; তিনি নিজ বান্দাদের মধ্যে যাকে চান এর উত্তরাধিকারী বানিয়ে দেন। আর শেষ পরিণাম মুত্তাকীদেরই অনুকূলে থাকে। সূরা আ'রাফ (৭) : ১২৮

ধৈর্য ধারণকারীদেরকে পুরস্কার প্রদানের ঘোষণা

আল্লাহ তাআলা কুরআন মাজীদে ধৈর্য ধারণকারীদেরকে বিভিন্ন প্রতিদানের কথা শুনিয়েছেন। তিনি ইরশাদ করেন

مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَ مَا عِنْدَ اللهِ بَاقٍ وَ لَنَجْزِيَنَّ الَّذِيْنَ صَبَرُوْٓا اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْن.َ

তোমাদের কাছে যা কিছু আছে তা নিঃশেষ হয়ে যাবে। আর আল্লাহর কাছে যা আছে তা স্থায়ী। যারা সবর করে আমি তাদের উৎকৃষ্ট কাজ অনুযায়ী অবশ্যই তাদেরকে প্রতিদান দেব। সূরা নাহল (১৬) : ৯৬

তিনি আরো বলেন।

وَ الَّذِيْنَ صَبَرُوا ابْتِغَآءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَ اَنْفَقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا وَّ عَلَانِيَةً وَّ يَدْرَءُوْنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عُقْبَي الدَّارِ، جَنّٰتُ عَدْنٍ يَّدْخُلُوْنَهَا وَ مَنْ صَلَحَ مِنْ اٰبَآئِهِمْ وَ اَزْوَاجِهِمْ وَ ذُرِّيّٰتِهِمْ وَ الْمَلٰٓئِكَةُ يَدْخُلُوْنَ عَلَيْهِمْ مِّنْ كُلِّ بَابٍ، سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَي الدَّار.ِ

এবং তারা সেইসকল লোক, যারা নিজ প্রতিপালকের সন্তুষ্টিবিধানের উদ্দেশ্যে সবর অবলম্বন করেছে, নামায কায়েম করেছে এবং আমি তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে এবং তারা দুর্ব্যবহারকে প্রতিরোধ করে সদ্ব্যবহার দ্বারা। প্রকৃত নিবাসে উৎকৃষ্ট পরিণাম তাদেরই জন্য। (অর্থাৎ)

স্থায়ীভাবে অবস্থানের সেই উদ্যানসমূহ, যার ভেতর তারা নিজেরাও প্রবেশ করবে এবং তাদের বাপ-দাদাগণ, স্ত্রীগণ ও সন্তানদের মধ্যে যারা নেককার হবে তারাও। আর (তাদের অভ্যর্থনার জন্য) ফেরেশতাগণ তাদের নিকট প্রত্যেক দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে। (আর বলতে থাকবেÑ) তোমরা (দুনিয়ায়) যে সবর অবলম্বন করেছিলে তার বদৌলতে এখন তোমাদের প্রতি কেবল শান্তিই বর্ষিত হবে এবং (তোমাদের) প্রকৃত নিবাসে এটা কতইনা উৎকৃষ্ট পরিণাম। Ñসূরা রা‘দ (১৩) : ২২-২৫

আরো ইরশাদ হয়েছে।

أُولَٰٓئِكَ يُؤْتَوْنَ اَجْرَهُمْ مَّرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوْا وَ يَدْرَءُوْنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَ مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ.

এরূপ ব্যক্তিদেরকে তাদের প্রতিদান দেওয়া হবে দ্বিগুণ। কেননা তারা সবর অবলম্বন করেছে, তারা মন্দকে প্রতিহত করে ভালোর দ্বারা এবং আমি তাদেরকে যা দিয়েছি তা থেকে (আল্লাহর পথে) ব্যয় করে।সূরা কাসাস (২৮) : ৫৪

তিনি আরো বলেন।

وَ جَعَلْنَا مِنْهُمْ اَىِٕمَّةً يَّهْدُوْنَ بِاَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوْا وَ كَانُوْا بِاٰيٰتِنَا يُوْقِنُوْنَ.

আর আমি তাদের মধ্যে কিছু লোককে,যখন তারা সবর অবলম্বন করল,এমন নেতা বানিয়ে দিলাম, যারা আমার নির্দেশ অনুসারে মানুষকে পথ প্রদর্শন করত এবং তারা আমার আয়াতসমূহে গভীর বিশ্বাস রাখত। সূরা সাজদা (৩২) : ২৪

উপরোক্ত আয়াতসমূহ থেকে একথা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে যায় যে, ইসলামে সবর ও ধৈর্যের বিষয়টি কত তাৎপর্যপূর্ণ ও কত অর্থবহ। ইহকালের

শান্তি ও রহমত থেকে শুরু করে পরকালের শান্তি ও সুখের নিশ্চয়তা দান করে এই সবর ও ধৈর্য।

তাই তো রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবর বা ধৈর্যকে আলো সাব্যস্ত করেছেন। ইরশাদ হয়েছে।

الصَّبْرُ ضِيَاءٌ.

সবর ও ধৈর্য হল আলো। মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ২২৯০২

অর্থাৎ সবর ও ধৈর্য জীবনকে আলোকিত করে। জীবনের সকল অঙ্গনকে করে দেয় দ্যুতিময়। তাই জীবনকে রাঙাতে, জীবনের প্রতিটি অঙ্গনে আলোর ছোঁয়া পেতে আমাদেরকে অবশ্যই সবর অবলম্বন করতে হবে।

সবরের আদবসহ কিছু উক্তি

সবরের একটি আদব হল,দুর্ঘটনা শিকার হওয়ার সাথে সাথে ধৈর্যধারণ করা।নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন-

انما الصبر عند الصدمه الاولى

'বিপদে শুরুর দিকে সবর করতে হয়' (বুখারী হাদীস নং ১২৮৩)

সবরের আরেকটি আদব হল, অঙ্গপতঙ্গ কে সংযত রাখা এবং অসংগত কার্যকলাপ থেকে বিরত রাখা।

জনৈক দার্শনিক বলেন,ধৈর্যহীনতা ও অস্থিরতা হারানো বস্তুকে ফিরিয়ে আনে না, তবে শত্রুকে আনন্দিত করে।’

নিষিদ্ধ কোনো বাক্যব্যয় ব্যতীত কান্না করা এবং চিন্তা করা সবর ও রিজার পরিপন্থী নয়।

আল্লাহ পাক হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালামের ঘটনা বর্ণনা করে বলেন-

وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم

আর শোকে তাঁর চোখ সাদা হয়ে গিয়েছিল, যদিও তিনি সংবরনকারী ছিলেন।(সূরা ইউসুফ আয়াত ৮৪)

হযরত ক্বাতদাহ রহঃ বলেন -তিনি পেরেশানির ব্যাপারে সংবরণকারী ছিলেন, ফলে ভালো কথন ছাড়া কোন কথা বলেননি। আল্লাহ পাক পবিত্র কুরআনে কারীমে এরশাদ ফরমান, ইয়াকুব বলেন –

انما اشكو بثي وحزني الى الله

আমার অসহনীয় দুঃখ এবং আমার বেদনা আল্লাহর কাছে নিবেদন করছি।(সুরা ইউসুফ আয়াত ৮৬)

এছাড়া কুরআনে তাঁর ‘সবরে জামিল বা উত্তম সবর’ বলা হয়েছে।

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন–

من بث فلم يصبر

যে বিপদের কথা প্রকাশ করল, সে ধৈর্যধারণ করেনি। (শুয়াবুল ঈমান হাদিস নং ৯৫৭৪)

হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালামের চক্ষুদ্বয় সাদা হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু তার এই দুঃখ ও কান্না সবর পরিপন্থী ছিল না.। কেননা, তিনি নিজের অভিযোগ ও পেরেশানি কোন মাখলুকের কাছে প্রকাশ করেননি। শুধুমাত্র আল্লাহপাকের কাছে নিজের দুঃখ ও বেদনা নিবেদন করেছিলেন ।

বর্ণিত আছে যে হযরত শুরাইহ রহঃ বলেন, "যখন আমি বিপদ-আপন্ন হই, তখন চারবার আল্লাহ পাকের প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি। কেননা, আল্লাহ পাক চাইলে আমাকে এর চেয়ে বড় বিপদ দিতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা দেননি। **দ্বিতীয়তঃ** আল্লাহ পাক আমাকে বিপদে সবর করার তৌফিক দিয়েছেন। **তৃতীয়তঃ** ইন্নালিল্লাহ পড়ার তৌফিক দিয়েছেন, যার কারণে আমি সওয়াবের আশা করতে পারি। **চতুর্থত** বিপদটি আমার দ্বীনের উপর আসেনি। (তাসলিয়াতু আহলিল মাসায়িব পৃষ্ঠা নং ২৯০)

আল্লাহ তাআলা ইসতিরজা তথা ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন পড়াকে বিপদগ্রস্ত লোকের আশ্রয় এবং শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে মুক্ত থাকার মন্ত্র বানিয়েছেন।

বিপদাপন্ন ব্যক্তির জানা থাকতে হবে যে, ধৈর্যহীনতা মুসিবতকে প্রতিরোধ করতে পারে না বরং তা আরো বৃদ্ধি করে । বাস্তবতাও তাই বলে যে ধৈর্যহীনতা ও অস্থিরতা বিপদ বাড়িয়ে দেয়। মনে রাখতে হবে যে, অস্থিরতার ফলে দুশমন আনন্দিত হয় ,বন্ধু কষ্ট পায় ,প্রতিপালক রাগান্বিত হন ,শয়তানের মনোরঞ্জন হয় ,প্রতিদান বিনষ্ট হয় এবং মানসিক শক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে। তবে ধৈর্য ধারণ করে শয়তান লাঞ্ছিত হয়, প্রতিপালক সন্তুষ্ট হন বন্ধু আনন্দিত হয়, দুশমন কষ্ট পায় ,ভাইদের বোঝা হালকা হয় এবং তাকে সান্তনা দেওয়ার পূর্বেই সে সবাইকে

সান্তনা দিতে পারে। আর এটি হচ্ছে দ্বীনের ক্ষেত্রে অবিচলতা, যার দুআ নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করতেন। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন,

اللهم اني اسالك الثبت في الامر

“হে আল্লাহ ,আমি আপনার কাছে দ্বীনের বিষয়ে অবিচলতা কামনা করছি” (তিরমিযী হাদিস নং ৩৪০৭)

সবর পরিপন্থে কতিপয় বিষয় হলো বিপদ প্রকাশ করা ,বন্ধুদের সাথে বা অন্য কারোর সাথে বিপদের বিষয়ে আলোচনা করা, ইত্যাদি। তবে প্রিয় কেউ মৃত্যুবরণ করলে বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনদেরকে মৃত্যুর সংবাদ দেওয়া যাবে। কারণ এর মাধ্যমে বিপদ প্রকাশ করা উদ্দেশ্য হয় না, বরং তার জন্য দোয়া করা ও জানাযায় শরিক হওয়ার প্রতি আহবান করা যা ফরযে কিফায়ার অন্তর্ভুক্ত। অতএব এতে কোন অসুবিধা নেই। এতে সে ব্যক্তি সাওয়াবের অধিকারী হবে।

আল্লাহর তরফ হতে মানুষ যে কষ্ট ও পরীক্ষা সম্মুখীন হয়, তা আত্মার জন্য হাপরের ন্যায়, আর ঈমানের জন্য কষ্টিপাথরের ন্যায়। এর মাধ্যমেই সত্যবাদী ও মিথ্যাবাদীর মাঝে পার্থক্য তৈরি হয়।

বিপদ মানুষকে সত্যবাদী ও মিথ্যাবাদী মুমিন ও মুনাফিক এবং ভালো ও মন্দের কাতারে ভাগ করে দেয়। অতঃপর যে ব্যক্তি বিপদের সময় সবর করবে তার জন্য তার রহমত হয়ে যাবে। সে এর দ্বারা এর চেয়ে বড় বিপদ থেকে মুক্তি লাভ করবে।অপরদিকে যে ব্যক্তি সবর করবে না সে এর চেয়ে বড় বিপদের সম্মুখীন হবে।

হযরত ওয়াহাব বিন মুনাব্বিহ রহঃ বলেন, কোন ব্যক্তি যতক্ষণ পর্যন্ত মুসিবতকে নেয়ামত জ্ঞান করতে পারবে না এবং সুখ স্বাচ্ছন্দকে মুসিবত জ্ঞান করতে পারবে

না ততক্ষণ পর্যন্ত পরিপূর্ণ ফকিহ হতে পারবে না। কেননা মুসিবাদের পর সুখের আগমন ঘটে এবং সুখের পর মুসিবতের আগমন ঘটে। (
উদ্দাতুস সাবিরিন পৃষ্ঠা নং ১২২)

আল্লাহপাক বলেন— سلام عليكم بما صبرتم،.
" তোমাদের উপর সালাম বর্ষিত হোক তোমাদের ধৈর্যধারণের কারণে"

জনৈক মুহাজির সাহাবী এক রোগীকে দেখতে গেলেন। তাকে বললেন, "রোগীর জন্য চারটি পুরস্কার রয়েছে।**১.** তার থেকে কলম তুলে নেওয়া হয়।**২.** সুস্থ অবস্থায় যে আমল সে করতো তার রোগের সময়ের আমল নামায় যোগ হতে থাকে।**৩.** রোগ ব্যাধি তার শরীরের প্রতিটি অঙ্গ পতঙ্গ থেকে গুনাহ সমূহ মুছে ফেলে।**৪.** অসুখ থেকে সেরে উঠলে ক্ষমাপ্রাপ্ত হয়ে জীবনযাপন করে, আর ইন্তেকাল করলে গোনাহ থেকে পবিত্র হয়ে কবরে যায়।এ কথা শুনে লোকটি বলল, আয় আল্লাহ আমি যদি রোগশয্যা থেকে কখনো না উঠতাম।(উদ্দাতুস সাবিরিন পৃষ্ঠা নং ১২৩)

বসরায় একজন ইবাদতগুজার নারী ছিল।যে বিপদ পতিত হলে অধৈর্য হতো না। লোকেরা তাকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে, সে বলল যখনই আমি কোন বিপদে পড়ি, তখন জাহান্নাম কে স্মরণ করি, ফলে আমার চোখে বিপদটা মাছির চেয়েও হালকা মনে হয়। (তাসলিয়াতু আহালিল মাসায়িব পৃষ্ঠা নং ৪০)

ইবনে আবু নুজাইহ রহঃ কোন এক খলিফা কে সান্ত্বনা দিয়ে চিঠি লিখে পাঠান— "আল্লাহকে যে যথাযথভাবে চেনে, সে আল্লাহর কাছেই এমন অনুগ্রহ ও নিয়ামতের আশা রাখে, যা স্থায়ী। আর জেনে রাখুন, বিগত সময়ে আপনার উপর দিয়ে যা বয়ে গেছে তার বিনিময় আপনার জন্য বাকি থাকবে ।আরো জেনে রাখুন, বিপদের সময় ধৈর্য ধারণ করার বিনিময়ে ধৈর্যধারণকারী যে প্রতিদান পাবে ,তা বিপদ মুক্ত থাকার নিয়ামতের চেয়ে হাজার গুণ বেশি উত্তম।আর ইহইয়া খ.৪,পৃ ৭৭।

ধৈর্য মুমিনের সম্পদ

মুমিন মানেই ধৈর্যশীল। ধৈর্য মানব হৃদয়ে ফাগুনের সুশীতল হাওয়ার মতো। যার স্নিগ্ধ ছোয়ায় মুহূর্তেই মিলিয়ে যায় সব কষ্ট ও ব্যর্থতার গ্লানি। ধৈর্য যেন অনেকটা সাগরের ঢেউয়ের মতো; যার বহমান ধারা নীরবেই মুছে দেয় সব অপ্রাপ্তির ক্লান্তি। ধৈর্যশীল ব্যক্তির বচন এমন, 'আমাদের আল্লাহর ওপর ভরসা না করার কী কারণ থাকতে পারে, অথচ তিনি আমাদেরকে আমাদের পথ বলে দিয়েছেন। তোমরা আমাদেরকে যে পীড়ন করেছ, তজ্জন্যে আমরা সবর করব। ভরসাকারীদের আল্লাহর ওপরই ভরসা করা উচিত।' (সূরা : ইব্রাহিম-১২।) ধৈর্যশীল ব্যক্তি সর্বদা আল্লাহতাআলার স্মরণে নিজের কলবকে ব্যস্ত রাখে।

আল্লাহ রাসূল (সা.)কে আদেশ দিয়ে বলেছেন, 'আপনি নিজেকে তাদের সংসর্গে আবদ্ধ রাখুন যারা সকাল ও সন্ধ্যায় তাদের পালনকর্তাকে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে আহ্বান করে এবং আপনি পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য কামনা করে তাদের থেকে নিজের দৃষ্টি ফিরিয়ে নেবেন না। যার মনকে আমার স্মরণ থেকে গাফেল করে দিয়েছি যে, নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে এবং যার কার্যকলাপ হচ্ছে সীমা অতিক্রম করা, আপনি তার অনুগত্য করবেন না।' (সূরা কাহাফ : ২৮।)

মুসলিম মানেই জিহাদের সম্মুখ সারি। জিহাদই তার রক্তের ধারা। আর এ ধৈর্য মুমিনের এমন এক অস্ত্র, যা তাকে সরাসরি জিহাদ করায়। কারণ অন্যের সঙ্গে যুদ্ধ করার থেকে নিজের নফসের সঙ্গে যুদ্ধ করা সবচেয়ে বেশি কঠিন। নফসের সঙ্গে যুদ্ধ করা মানে নিজের সঙ্গে নিজেই লড়াই করা। নফসের সঙ্গে যুদ্ধ করা যে কতটা কঠিন তা সুফিয়ান সাওরি (রহ.)-এর একটি উক্তি থেকে বোঝা যায়। তিনি বলেন, 'কোনো কিছুকে সংশোধন করতে আমার এত বেশি সংগ্রাম করতে হয়নি, আমার আত্মাকে (নফস) বশ করতে আমার যত বেশি কঠিন লেগেছে; কখনো আমি জয়ী হই, কখনো হই পরাজিত।'

নফসের সঙ্গে যুদ্ধ করার অনেক শাখা আছে। ক. সালাতে অলসতা পরিত্যাগ করার চেষ্টা করা। খ. জিকিরে নিজেকে ব্যস্ত রাখার চেষ্টা করা। গ. রিয়াকে প্রতিহত করার চেষ্টা করা। ঘ. হিংসা থেকে নিজেকে হিফাজত করার চেষ্টা করা। ঙ. নিজেকে জিনা থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করা ইত্যাদি। সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে সরাসরি জিহাদের ময়দানেও এ ধৈর্য নামক গুণটি অত্যন্ত প্রয়োজন। কারণ যুদ্ধের ময়দানে মাথা ঠান্ডা অনেকটা পাথরের ওপর খোদাই করার মতো।

কুরআন মাজিদে এরশাদ হচ্ছে, 'অতএব, আপনি আপনার পালনকর্তার আদেশের জন্য ধৈর্যসহকারে অপেক্ষা করুন এবং ওদের মধ্যকার কোনো পাপীষ্ঠ কাফেরের আনুগত্য করবেন না।' (সূরা : আদ-দাহ্'র-২৪।) এ আয়াতটি এমন এক সময় নাজিল হয়, যখন রাসূল (সা.)কে দুনিয়ায় ক্ষমতা, সম্পদ এবং ললনার লোভ দেখানো হচ্ছিল। এর থেকে বড় জিহাদ আর কী হতে পারে!

বদর, ওহুদ, খন্দকের যুদ্ধগুলো ছিল মুমিনদের জন্য সবচেয়ে বড় ধৈর্যের পরীক্ষা। উহুদের যুদ্ধে ধৈর্যের অভাব মুসলমানদের একটা বড় শিক্ষা দিয়েছে। আমরা আরও একটু এগিয়ে দেখি তাবুক অভিযানের দিকে। যেখানে জয়ী হওয়ার নিশ্চিত আশা মুমিনদের ধৈর্যহীন করে ফেলেছিল। এ জন্যই বলা যায় ধৈর্য একজন মুমিনের সবচেয়ে বড় হাতিয়ার। আর ধৈর্যশীল ব্যক্তি সর্বদা আল্লাহতায়ালার সান্নিধ্য পায়। মহান আল্লাহতায়ালা বলেছেন, 'আজ আমি তাদেরকে তাদের সবরের কারণে এমন প্রতিদান দিয়েছি যে, তারাই সফলকাম।' (সূরা : আল-মু'মিনুন-১১১।) অতএব, উত্তম প্রতিদান একমাত্র ধৈর্যশীল ব্যক্তির জন্যই নির্ধারিত ইনশাআল্লাহ।

বালা মুসিবতের ধৈর্য ধারণের গুরুত্ব ও ফজিলত

ধৈর্যধারণের ফজিলত ও মর্যাদা।

ধৈর্যধারণের কোন বিকল্প নেই।আল্লাহর বান্দা মাত্র এই ধৈর্য ধারণ করতে হবে ।কেননা কখনো আল্লাহর হুকুম মানতে হবে, তার নির্দেশিত কাজ করতে হবে ,আবার কখনো তার নিষেধাজ্ঞাগুলো মেনে চলতে হবে ,আবার কখনো হঠাৎ তাকদীরের কোনো ফয়সালা এসে পড়বে। নিয়ামত দেয়া হবে, তখন শুকরিয়া আদায় করতে হবে।এভাবে নানা অবস্থার মধ্য দিয়ে মুমিনের জীবন অতিবাহিত হয় ।অতএব সবরকে নিত্যদিনের সঙ্গী বানাতে হবে। আর এজন্য সবরের বহু ফজিলত বর্ণিত হয়েছে,

১. হযরত উম্মে সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন— আমি নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি—যে ব্যক্তি কোন বিপদে পড়ে আল্লাহ যা নির্দেশ দিয়েছেন অর্থাৎ ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন পড়বে এবং বলবে হে আল্লাহ! আমাকে আমার বিপদের প্রতিদান দিন এবং আমাকে এর চেয়ে উত্তম কিছু দান করুন। আল্লাহ তাকে তার চেয়ে উত্তম কিছু দান করবেন'। উম্মে সালমা বলেন 'আবু সালামা ইন্তেকাল করল। আমি চিন্তা করলাম, আবু সালমার চেয়ে উত্তম মুসলমান আর কে হতে পারে?আমি মনে মনে এই কথা চিন্তা করলাম আর আল্লাহ পাক আমাকে স্বয়ং নবীজীকে স্বামী হিসেবে দান করলেন।

২.হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন —আল্লাহ যার ভালো চান তাকে বিপদ দেন।'

৩. হযরত আয়েশা রাঃ আনহা থেকে বর্ণিত, নবীজি সাঃ বলেন— 'মুমিনকে যেকোনো বিপদেই স্পর্শ করুক না কেন, আল্লাহ তার বিনিময়ে তার পাপ ক্ষমা

করে দেন। এমনকি চলতি পথে পায়ে যে কাটা বিঁধে তার বিনিময়েও পাপ ক্ষমা করা হয় ।

৪.হযরত আবু মূসা আসারী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত,নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন— 'যখন কোন ব্যক্তি অসুস্থ হয় অথবা সফর করে সে সুস্থ ও ঘরে থাকলে সেরূপ পূর্ণ অর্জন করত, তার জন্য অনুরূপ পুণ্য লেখা হয়।'

৫.এক বুজুর্গ বলেন—
' যদি দুনিয়ার বিপদ আপদ না থাকতো তাহলে পরকালে আমরা রিক্ত অবস্থায় উপনীত হতাম'

৬.আবু সুফিয়ান বিন উয়াইনা রহঃ বলেন, নিচের আয়াত 'আর আমি তাদের মধ্য থেকে বহু নেতা করেছিলাম, তারা আমার আদেশ অনুযায়ী সৎপদ প্রদর্শন করত, যখন তারা ধৈর্য ধারণ করেছিল।আর তারা আমার আয়াতসমূহের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রাখত।' আস সাজদাহ আয়াত ২৪।
এর ব্যাখ্যায় এরূপ বলা হয়েছে ,যেহেতু তারা সকল কৌশলের মূল তথা সবর অবলম্বন করেছে, তাই আমি তাদেরকে নেতা বানিয়ে দিলাম।।

৭.হযরত উরওয়া ইবনে জুবায়ের রাদিয়াল্লাহু আনহু যুদ্ধে আহত হবার পর যখন সাহাবীর তার পা কাটতে উদ্যত হলেন, তারা বললেন— 'আমরা কি আপনাকে কিছু খাইয়ে দেবো যাতে আপনার কষ্ট অনুভব না হয়? তিনি বললেন, আল্লাহ আমাকে আমার সবর দেখার জন্যই এই বিপদে ফেলেছেন। আমি কি তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে যেতে পারি?

৮.হযরত ওমর বিন আব্দুল আজিজ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন,— যাকে আল্লাহ পাক কোন নিয়ামত প্রদান তা ছিনিয়ে নিয়েছেন এবং তার স্থলে তাকে সবর দান

করেছেন, তো এই ব্যক্তি থেকে যা ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে ,তার চেয়ে সেটাই উত্তম যা তাকে দান করা হয়েছে।

৯.হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু অসুস্থ হলে তাকে দেখতে গিয়ে সাহাবীরা বলেন— 'আমরা কি আপনার জন্য চিকিৎসক দেখে আনবো না? তিনি বললেন, 'চিকিৎসক আমাকে দেখেছেন'। তারা বললেন, 'চিকিৎসক আপনাকে কি বলেছেন? তিনি বললেন,বলেছেন 'আমি যা চাই তাই করি'

১০. আল্লাহপাক তার পবিত্র গ্রন্থে তাদের ধৈর্যশীলদের প্রশংসা করেছেন এবং তাদেরকে হিসাব ব্যতীত বিনিময় দেবেন বলে উল্লেখ করেছেন। ইরশাদ হয়েছে—

قل يَٰعِبَادِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمْ ۚ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ فِى هَٰذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةٌ ۗ وَأَرْضُ :..
ٱللَّهِ وَٰسِعَةٌ ۗ إِنَّمَا يُوَفَّى ٱلصَّٰبِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَاب

হে আমার মুমিন বান্দারা যারা ঈমান এনেছে ,তোমরা তোমাদের রব কে ভয় কর। যারা এই দুনিয়ায় ভালো কাজ করে তাদের জন্য রয়েছে কল্যাণ। আর আল্লাহর যমিন প্রশস্ত, কেবল ধৈর্যশীলদেরকে তাদের প্রতিদান দেওয়া হবে। আর তাদের কাছ থেকে কোন হিসাব নেওয়া হবে না। (সূরা যূমার আয়াত ১০)

১১. আল্লাহ পাক বিপদের সবর ও ইয়াকিন তথা ধৈর্য ও ঈমানের বদৌলতে মানুষকে নেতৃত্ব দান করেন। তিনি ইরশাদ ফরমান—

وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُواْ ۖ وَكَانُواْ بِـَٔايَٰتِنَا يُوقِنُونَ

মধ্য থেকে বহু নেতা করেছিলাম, তারা আমার আদেশ অনুযায়ী সৎ পথ প্রদর্শন করত, যখন তারা ধৈর্যধারণ করেছিল। আর তারা আমার আয়াত সমূহের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রাখত।'
(সিজদাহ আয়াত ২৪)

১২. আল্লাহ সুবাহান আল্লাহ তায়ালা দৃঢ়তার সাথে বলেছেন সবর মানুষের জন্য কল্যাণকর। ইরশাদ করা হয়েছে ,

" আর যদি তোমরা সবর করো তবে তাই তোমাদের জন্য উত্তম।"

১৪. আল্লাহ তাআলা সংবাদ দিয়েছেন যে, কারো সাথে যদি সবর থাকে, তাহলে যত বড় দুশমনই হোক তাকে পরাস্ত করতে পারবে না

ইরশাদ করা হয়েছে –আর যদি তোমরা ধৈর্য ধরো এবং তাকওয়া অবলম্বন কর ,তাহলে তাদের ষড়যন্ত্র তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না।নিশ্চয়ই তারা যা করে আল্লাহ পরিবেষ্টনকারী'।আল্লাহ তায়ালা বিজয় ও সফলতার জন্য সবর ও তাকওয়া অবলম্বনে শর্ত
জুড়ে দিয়েছেন।

১৫.আল্লাহ তায়ালা ধৈর্যশীলকে মহব্বত করেন বলে ঘোষণা দিয়েছেন, আর একজন মুমিনের জন্য এরচেয়ে বড় পাওয়া আর কি হতে পারে, ইরশাদ হয়েছে

وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيٍّ قَٰتَلَ مَعَهُۥ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُواْ لِمَآ أَصَابَهُمْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَمَا ضَعُفُواْ
وَمَا ٱسْتَكَانُواْ ۗ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلصَّٰبِرِينَ

“তিনি বলেন আর কত নবী ছিল যার সাথে থেকে অনেক আল্লাহওয়ালা লড়াই করেছে। তবে আল্লাহর পথে তাদের উপর যা আপতিত হয়েছে তার জন্য তারা হতোদ্যম হয়নি। আর তারা দুর্বল হয়নি এবং তারা নত হয়নি। আর আল্লাহ ধৈর্যশীলদের ভালবাসেন” (সূরা আল ইমরান আয়াত 146)

১৬. আল্লাহ তাআলা ধৈর্যশীলদের তিনটি বিষয়ে খোশখবর দিয়েছেন, যার প্রতিটি হাসিল করার জন্য জগৎবাসী একে অপরের সঙ্গে ঈর্ষা করে। ইরশাদ হয়েছে ,

وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ

“আর তুমি ধৈর্যশীলদের সুসংবাদ দাও। যারা তাদেরকে যখন বিপদ আক্রান্ত করে তখন বলে, নিশ্চয় আমরা আল্লাহর জন্য এবং নিশ্চয় আমরা তার দিকে প্রত্যাবর্তনকারী। তাদের ওপরই রয়েছে তাদের রবের পক্ষ হতে মাগফিরাত ও রহমত এবং তারাই হেদায়েত প্রাপ্ত।

১৬. আর ধৈর্যশীলদের জন্য রয়েছে বেহেস্ত। সেখানে তারা অনন্তকাল অবস্থান করবে। ইরশাদ করা হয়েছে –

إِنِّى جَزَيْتُهُمُ ٱلْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوٓاْ أَنَّهُمْ هُمُ ٱلْفَآئِزُونَ :

“নিশ্চয়ই আমি তাদের ধৈর্যের কারণে আজ তাদেরকে পুরস্কৃত করলাম; নিশ্চয়ই তারাই হলো সফলকাম।”(সূরা মুমিনুন আয়াত ১১১)

১৭. আল্লাহ পাক পবিত্র কুরআনে চারটি জায়গায় উল্লেখ করেছেন যে, তার নিদর্শনবলি থেকে ধৈর্যশীল ও শোকরগুজার বান্দারাই উপকৃত হয় এবং এরা সৌভাগ্যবান বটে। যেমন, ইরশাদ হয়েছে

أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱلْفُلْكَ تَجْرِى فِى ٱلْبَحْرِ بِنِعْمَتِ ٱللَّهِ لِيُرِيَكُم مِّنْ ءَايَٰتِهِۦٓ ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ

“তুমি কি দেখনি যে নৌযান গুলো আল্লাহর অনুগ্রহে সমুদ্রে চলাচল করে, যাতে তিনি তার কিছু নিদর্শন তোমাদের দেখাতে পারেন। নিশ্চয়ই এতে প্রত্যেক ধৈর্যশীল, কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্য অনেক নিদর্শন রয়েছে।(সূরা লুকমান আয়াত ৩১(

আল্লাহ ইরশাদ করেছেন –

لَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِـَٔايَٰتِنَآ أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ ٱلظُّلُمَٰتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَذَكِّرْهُم بِأَيَّىٰمِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ :.

“আর আমি মুসাকে আমার আয়াতসমূহ দিয়ে পাঠিয়েছে যে, তুমি তোমার কওমকে অন্ধকার হতে আলোর দিকে বের করে আনো এবং আল্লাহর দিবস সমূহ তাদের স্মরণ করিয়ে দাও। নিশ্চয় এতে প্রতিটি ধৈর্যশীল, কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্য রয়েছে অসংখ্য নিদর্শন। (সূরা ইব্রাহীম আয়াত ৫)

আরো ইরশাদ করেছেন

فَقَالُوا۟ رَبَّنَا بَٰعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوٓا۟ أَنفُسَهُمْ فَجَعَلْنَٰهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَٰهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ

“কিন্তু তারা বলল, হে আমাদের রব আমাদের সফরের মধ্যে দূরত্ব বাড়িয়ে দিন ।আর তারা নিজেদের প্রতি জুলুম করল। ফলে আমি তাদেরকে কাহিনী বানালাম এবং তাদেরকে একেবারে ছিন্ন ভিন্ন করে দিলাম। নিশ্চয়ই এতে প্রত্যেক ধৈর্যশীল কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্য নিদর্শন রয়েছে।” (সূরা সাবা আয়াত ১৯)

অন্য জায়গায় ইরশাদ ফরমান

إِن يَشَأْ يُسْكِنِ ٱلرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَىٰ ظَهْرِهِۦٓ ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ

“তিনি যদি চান বাতাসকে থামিয়ে দিতে পারেন, ফলে জাহাজগুলো সমুদ্রপৃষ্ঠে গতিহীন হয়ে পড়বে। নিশ্চয়ই এতে পরম ধৈর্যশীল ও কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্য অনেক নিদর্শন রয়েছে। (সূরা শুয়ারা আয়াত ৩৩)

শেষ কিছু কথন

জীবনে বিপদ-আপদ সুখ দুঃখ সকল ক্ষেত্রেই আমাদের সবরের পরিচয় দিতে হবে।পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র প্রতিটি ক্ষেত্র গঠনে সবরের গুরুত্বের কোনো শেষ সীমানা নেই এবং প্রতিটি সেকেন্ড আমাদেরকে এই সবরের সাথেই থাকতে হবে। যদি আমরা সবরের সাথে টিকে থাকতে পারি, তাহলে আমাদের কাজগুলো হবে আরো বেশি সৌন্দর্যমন্ডিত এবং সুশৃংখল। সবর করতে হবে প্রতিবেশীর আচরণে, তার দেওয়া কষ্টকে অম্লান বদনে সহ্য করতে হবে। থাকতে হবে সব সময় তার কল্যাণে এগিয়ে ।এছাড়া ধরুন আত্মীয়রাও আমাদেরকে অনেক কথা বলে, তারাও কষ্ট দেবে আমাদেরকে, তবে সবর করলে পুণ্যের প্রত্যাশা করা যাবে। এছাড়া আমার আপনার অধীনস্থ যারা আছে ,তারাও আমাদেরকে বিরক্ত করবে, তাদের আচরণ ও আমাদেরকে সবর করতে হবে।মনে রাখতে হবে পৃথিবীটা কিন্তু আপনার ,আমার নিয়ম মাপে কখনোই চলবে না। আর আমরা কেউই জগতের এই নিয়মগুলো রক্ষা করতে পারবো না। মানুষের আচরণে ধৈর্য ধরতে হবে কেননা সবাই তার দায়িত্ব সুন্দরভাবে সম্পাদন করতে পারেনা। সব মানুষের আখলাক চরিত্র ও একরকম নয়। একেকজনের স্বভাব একেক রকম সুতরাং

সবরের কোন বিকল্প নেই। সবর করলে, সুফলের কথা মাথায় রাখলে ,অনেক বেশি কল্যাণ সাধন করা যাবে ।আর যার সবর নেই সবখানে সে কল্যাণ থেকে মাহরুম হয়। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদের সকলকে সবরের মতো মহৎ গুণের অধিকারী বানান এবং আমাদেরকে ধৈর্যশীল বান্দা হবার তৌফিক দান করুন আমিন ইয়া রব্বুল আলামিন

واخر دعانا وللحمد لله رب العالمين

তথ্যসূত্র

আল কোরআন

আল হাদিস

প্রথম আলো

যায়যায় দিন

হাদিস এপ

মাসিক আল কাউসার

মনীষীদের জীবনী

সবর কেন্দ্রিক বই

ইন্টারনেট মাধ্যমসহ আরো ও অন্যান্য মাধ্যম।

নিজ লিখনি।